হুজ্জাতুল ইসলাম

লেখক

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ

ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

প্রকাশক

নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান

হুজ্জাতুল ইসলাম

(ইসলামের অখণ্ডনীয় যুক্তি)

মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী

প্রকাশনায়

নশর ও এশায়াত, কাদিয়ান, পাঞ্জাব

হুজ্জাতুল ইসলাম

লেখকের নাম	ঃ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
বঙ্গানুবাদ	ঃ	রফিকুল ইসলাম এম.এ. (বাংলা), মুরুব্বী সিলসিলাহ্
প্রকাশক	ঃ	নাযারত নশর ও এশায়াত; সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া; কাদিয়ান;গুরদাসপুর; পাঞ্জাব
সংস্করণ	ঃ	সেপ্টেম্বর, ২০২২ (ভারত)
সংখ্যা	ঃ	৫০০
মূদ্রণে	ঃ	ফযল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস; কাদিয়ান; গুরদাসপুর; পাঞ্জাব

Title	**:**	**Hujjatul Islam**
Author	**:**	**Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(As)**
Translator	**:**	**Rafikul Islasm M.A(Bangla), Murabbi Silsilah**
1st Edition	**:**	**September, 2022 (India) (Bengali)**
Copies	**:**	**500**
Published by	**:**	**Nazarat Nashr-o-Isha'at Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian, Gurdaspur, Punjab**
Printed at	**:**	**Fazle Umar Printing Press, Qadian, Gurdaspur, Punjab**

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে যুগ ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আ.) খ্রিস্টীয় ধর্মের ব্যর্থ আস্ফালনের বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্মের অনবদ্য ও অসাধারণ চিত্রাঙ্কণ করেছেন 'হুজ্জাতুল ইসলাম' (ইসলামের অখণ্ডনীয় যুক্তি) পুস্তকে। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই পুস্তকটি উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়। তিনি (আ.) ঐশী নিদর্শন প্রকাশের উদ্দেশ্যে ইসলাম ধর্মের প্রতিপক্ষতায় খ্রিস্ট ধর্মের আলেম সম্প্রদায়কে আমন্ত্রণ জানান এবং উভয় ধর্মের মাঝে ২২'শে মে ১৮৯৩ সনে নির্ধারিত মোবাহেসার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী এবং আগামীতে এই দুই ধর্মের মধ্যে সত্য ও মিথ্যা ধর্ম কোনটি তা সম্পূর্ণ মীমাংসাকরণের পন্থা এই পুস্তকে উল্লেখ করেন।

পুস্তকটির বাংলা অনুবাদ, কম্পোজ ও সেটিং করেন জনাব রফিকুল ইসলাম এম.এ (বাংলা) মুরুব্বী সিলসিলাহ্ বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান। প্রুফ রিডিং এর প্রাথমিক কাজও অনুবাদক স্বয়ং করেছেন। পুস্তকটির রিভিউ করেছেন জনাব মওলানা মির্যা এনামুল কবির, জনাব মওলানা সেখ মোহাম্মদ আলী সেক্রেটারী এশায়াত কমিটি পশ্চিমবঙ্গ এবং জনাব মওলানা জাহিরুল হাসান ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান।

সৈয়্যদনা হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ পঞ্চম (আই.)-এর অনুমোদনে পুস্তকটির বাংলা অনুবাদ প্রথম বার কাদিয়ান থেকে প্রকাশ করা হচ্ছে।

আল্লাহ্‌তা'লা পুস্তকটির প্রকাশে সহযোগিতাকারীদের উত্তম প্রতিফল দান করুন এবং সুধী পাঠকবৃন্দের সুপথ প্রাপ্তির মাধ্যম করুন। আমিন।

বিনীত

সেপ্টেম্বর, ২০২২ ইং

হাফিয মখদুম শরীফ
নাযির নশর ও এশায়াত কাদিয়ান

ٹائیٹل بار اوّل

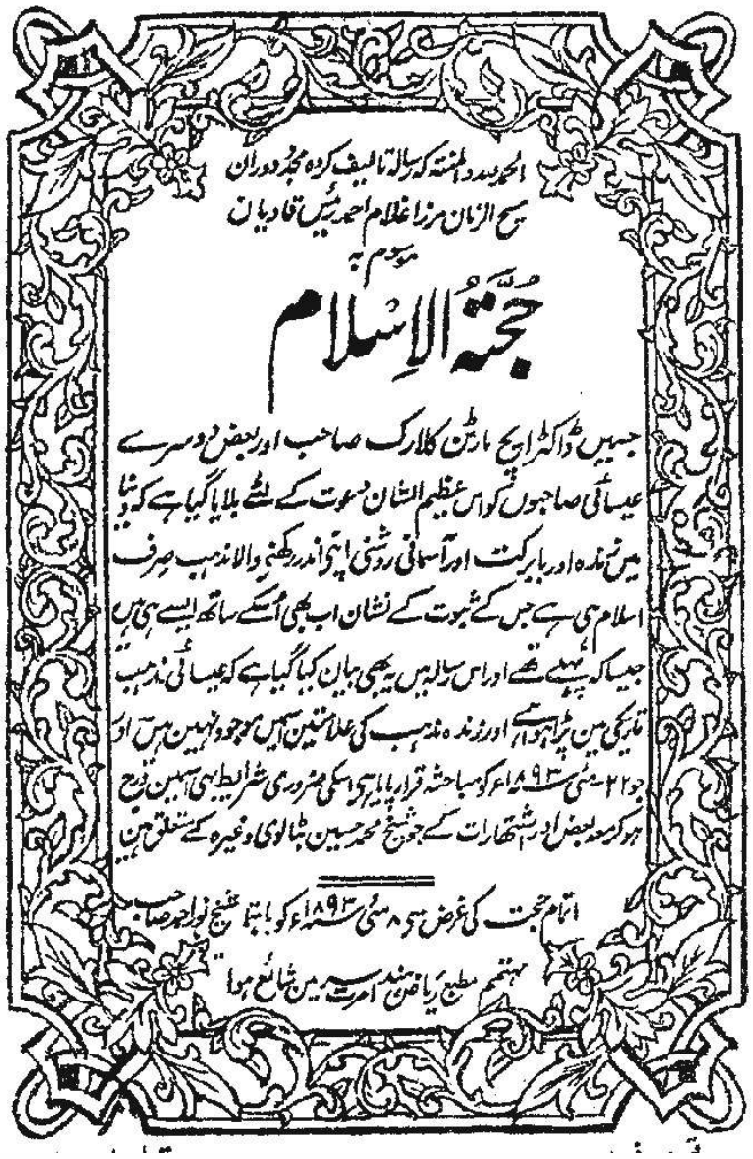
الحمد للہ والمنۃ کہ رسالہ تالیف کردہ مجدد دوران
مسیح الزمان مرزا غلام احمد رئیس قادیان
موسوم بہ

حجۃ الاسلام

جسمیں ڈاکٹر ایچ مارٹن کلارک صاحب اور بعض دوسرے
عیسائی صاحبوں کو اس عظیم الشان دعوت کے لئے بلایا گیا ہے کہ دنیا
میں زندہ اور بابرکت اور آسمانی روشنی اپنے اندر رکھنے والا مذہب صرف
اسلام ہی ہے جس کے ثبوت کے نشان اب بھی اُسکے ساتھ ایسے ہی ہیں
جیسا کہ پہلے تھے اور اس رسالہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عیسائی مذہب
تاریکی میں پڑا ہوا ہے اور زندہ مذہب کی علامتیں اس میں موجود نہیں ہیں اور
جو ۲۲ مئی ۱۸۹۳ء کو مباحثہ قرار پایا ہے اسکی ضروری شرائط بھی اسمیں درج
ہو کر معہ بعض اور مشتہارات کے جو شیخ محمد حسین بٹالوی وغیرہ کے متعلق ہیں

اتمام حجت کی غرض سے ۸ مئی ۱۸۹۳ء کو بابتمام شیخ نور احمد صاحب
مہتمم مطبع ریاض ہند امرتسر میں شائع ہوا

উর্দু প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ ১৮৯৩ খ্রি.

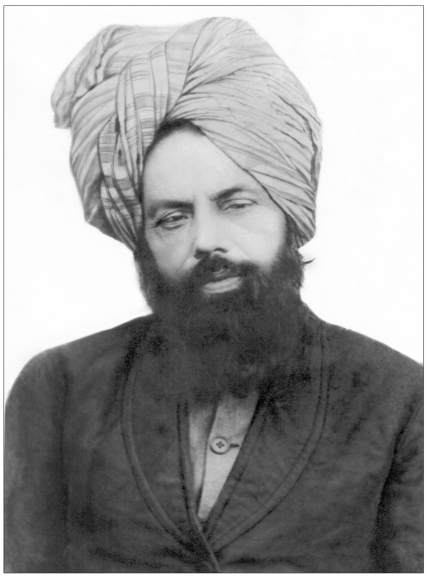

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী আলায়হেস সালাম,

[জন্ম ঃ ১২৫০ হিঃ ১৮৩৫ খ্রি. মৃত্যু ঃ ১৩২৬ হিঃ ১৯০৮ খ্রি.]

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী আলায়হেস্ সালাম ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোওয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ,আক্রমণ,মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ৯০টিরও

অধিক পুস্তক রচনা করেন এবং সহস্রাধিক পত্রাবলী ও বক্তৃতা, আলোচনা এবং ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকূল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে এবং তাঁরই পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) খুব অল্প বয়স থেকেই ঐশী স্বপ্ন, দিব্যদর্শন এবং প্রত্যাদেশগুলি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সনে তিনি বয়া'ত গ্রহণ করা শুরু করেন এবং একটি পবিত্র জামা'তের ভিত্তি রাখেন। অতঃপর ঐশী প্রত্যাদেশ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে ঘোষণা করার আদেশ প্রদান করেন যে, তিনি তাঁকে পরবর্তীকালের জন্য সেই সংস্কারক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন যার ভবিষ্যদ্বাণী বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পূর্ব হতেই বিদ্যমান। তিনি (আঃ) আরও দাবি করেন যে; তিনিই সেই মসীহ্ এবং মাহ্‌দী যাঁর আগমন সম্পর্কে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। জামা'ত আহমদীয়া এখন পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর কোরআন মজীদ এবং আঁ হযরত (সা.)'র ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর এই ঐশী প্রচারকে পরিপূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে খেলাফত ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা হয়। হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'লা বেনাসরিহিল আযীয তাঁর (আঃ)-র পঞ্চম খলীফা এবং নিখিল বিশ্ব জামা'ত আহমদীয়ার বর্তমান যুগ ইমাম।

পুস্তক পরিচিতি

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) 'বারাকাতুদ্ দোওয়া'র পর ১৮৯৩ সনের এপ্রিল মাসে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' পুস্তিকাটি প্রকাশিত করেন। এই পুস্তিকাতে তিনি (আঃ) ড. হেনরী মার্টিন ক্লার্ক সহ অন্যান্য খ্রিস্টান ভদ্র মহোদয়গণকে সাদর আহ্বান জানান যে, পৃথিবীতে সদা জীবন্ত, কল্যাণমন্ডিত ও ঐশী নিদর্শন প্রকাশের ক্ষমতা কেবল ইসলাম ধর্মের মধ্যে পূর্বের ন্যায় এখনও বিদ্যমান, ঘোর অমানিশার অন্ধকারে খ্রিস্ট ধর্ম নিমজ্জিত এবং জীবন্ত ধর্মের কোন নিদর্শনই এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। ২২'শে মে ১৮৯৩ সনে নির্ধারিত মোবাহেসার প্রয়োজনীয় শর্তাবলী এবং আগামীতে এই দুই ধর্মের মধ্যে সত্য ও মিথ্যা ধর্ম কোনটি তা সম্পূর্ণ মীমাংসাকরণের পন্থা এই পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে। মোবাহেসা ছাড়াও মোবাহেলা ও নিদর্শন প্রকাশের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই পুস্তিকাতে জান্দিয়ালার মুসলমান, ড. হেনরী মার্টিন ক্লার্ক ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর মধ্যে বিনিময় কৃত পত্রাবলী উল্লিখিত হয়।

এই পুস্তিকাতে মৌলবি মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সম্পর্কে দিব্যদর্শনের ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, তিনি আমার প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করবেন এবং মৃত্যুর পূর্বে আমার প্রতি কাফের ফতোওয়া প্রদানের জন্য তওবা করবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী মৌখিক ভাবে সেই সময় পূর্ণতা অর্জন করে যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ক্রমাগত মোবাহেলার জন্য আহ্বান জানানোর সত্ত্বেও অংশ গ্রহণ করে নি। হুযুর (আঃ) মোবাহেলার পূর্বে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অবগত করেন,

" সেখ মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী যদি ১০'ই যিলক্বদ ১৩১০ হিজরীতে মোবাহেলার জন্য উপস্থিত না হন, তাহলে সেই দিন হতে তার সম্পর্কে মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাণী যে, তিনি (আমাকে) কাফের আখ্যায়িতের জন্য তওবা করবেন, পূর্ণ হয়েছে বলে মনে করা হবে।"

(সাচ্চাই কা ইজহার, রুহানি খাজায়েন ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮২)

আক্ষরিক অর্থে এই ভবিষ্যদ্বাণী তখনই পূর্ণতা অর্জন করে যখন হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রাঃ)'র যুগে জেলা গুজরানুওয়ালার মুনসেফ

আদালতে বিচারক দেবকী নন্দনের সম্মুখে মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী হলফনামায় সাক্ষ্য প্রদান করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর জামাতকে মুসলমান ফির্কার অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করে নেন।

(মওলানা জালাল উদ্দিন শামস্)

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْم

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا

(সূরা আশ্ শামস, 91:10)

کوئی اُس پاک سے جو دل لگاوے کرے پاک آپ کو تب اُسکو پاوے

(সেই পারে পবিত্র সত্ত্বাকে ভালবাসতে

যে সর্বপ্রথম পারে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে।- অনুবাদক)

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দাবি যে, আমাদের মধ্যে বহু মানুষ এমন আছে যারা খোদাতা'লার সঙ্গে সুসম্পর্কে আবদ্ধ। কিন্তু সত্যিই খোদাতা'লার সঙ্গে তাদের সুসম্পর্ক আছে কী নেই এটাই প্রামাণ্য বিষয়। খোদাতা'লার সঙ্গে সুসম্পর্ক বা ভালবাসার অর্থ হল, মানুষের মধ্যে খোদাতা'লার অস্তিত্ত্বের দৃঢ় বিশ্বাসের না থাকা পর্দাকে হৃদয় হতে বিচ্ছিন্ন করার পাশাপাশি সেই সত্তার এক অস্পষ্ট ও অন্ধ বিশ্বাস হৃদি মধ্যে প্রোথিত থাকে। তাই কখনও কখনও পরীক্ষার সময় বান্দা সেই সত্তাকে অস্বীকার করে বসে। ঐশী অভিপ্রায় ব্যতিরেকে অন্য কোন ভাবেই এই পর্দা উন্মোচন সম্ভব নয়। সুতরাং মানুষ প্রকৃত প্রজ্ঞার প্রস্রবণে সেদিন ডুব দিতে সক্ষম হবে যেদিন খোদাতা'লা নিজেই তাকে সম্বোধন করে انا الموجود (স্বীয় অস্তিত্বের) সুসংবাদ দেবেন। তখন মানুষ কাল্পনিক চিন্তাধারার বেড়াজালে আবদ্ধ না থেকে খোদাতা'লার এতটাই নিকটবর্তী হয়ে যায়, যেন সে তাঁকে প্রত্যক্ষ করছে। এটি চরম সত্য যে, খোদাতা'লার প্রতি মানুষের মনে পূর্ণ ঈমান তখন'ই জন্ম নেবে যখন খোদাতা'লা স্বয়ং নিজের অস্তিত্বের সংবাদ দেবেন। খোদাতা'লার সঙ্গে ভালবাসার সুসম্পর্কের দ্বিতীয় নিদর্শন হল, তিনি কেবল নিজের প্রিয় বান্দাদের স্বীয় অস্তিত্ত্বের সংবাদ দিয়ে ক্ষান্ত হন না বরং স্বীয় অপার করুণা ও কল্যাণ বিশেষ করে তাঁদের সম্মুখে প্রকাশিত করেন। তাদের বাহ্যিক চাহিদার দোওয়া গ্রহণ করে ইলহাম দ্বারা তাদেরকে অবগত করেন। তাদের হৃদয় তুষ্টি হয় যে, আমাদের প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী খোদা আমাদের দোওয়া শোনেন, আমাদেরকে অবগত করেন এবং বিপদাবলী হতে আমাদের রক্ষা করেন। সেই দিন হতে মুক্তি (নাজাত) ও খোদাতা'লার আস্তিত্বের খবর প্রাপ্ত হয়। যদিও নিদ্রাভগ্ন ও অবগতের জন্য

কখনও কখনও অন্যান্যরাও সত্য স্বপ্ন দেখতে পারে। কিন্তু এর গুরুত্ব ও মর্যদা আলাদা। আর খোদাতা'লার ইলহাম বিশেষতঃ তাঁর প্রিয়ভাজনদের উপরেই অবতীর্ণ হয়ে থাকে। এই সন্নিকটবর্তী ব্যক্তি যখন দোওয়া করেন তখন খোদাতা'লা দ্রুততার সহিত তার সম্মুখে উপস্থিত হন, তাঁর মধ্যে স্বীয় আত্মার ফুৎকার করেন, স্নেহমিশ্রিত বাক্যের সঙ্গে তার দোওয়া গৃহিতের সুসংবাদ দেন। ব্যাপকহারে যে ব্যক্তির সঙ্গে এই কথোপকথন হতে থাকে তাকে নবী বা মুহাদ্দিস বলা হয়। সত্য ধর্মের নিদর্শন হল, উক্ত ধর্মিয় শিক্ষার কারণে মুহাদ্দিসের পদমর্যদায় উপনীত হওয়া সত্য মানুষের আর্বিভাব হতে থাকবে এবং খোদাতা'লা সরাসরি তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করবেন। ইসলামের সত্যতার প্রাথমিক নিদর্শন হল, খোদাতা'লার সঙ্গে বাক্যালাপকারী ঈমানদার ব্যক্তি সর্বদা জন্ম গ্রহণ করবে।

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا

অর্থাৎ নিশ্চয় তাদের উপর ফেরেশ্তা অবতীর্ণ হয়। তারা বলে, ভয় পেয়ো না, চিন্তাক্লিষ্ট হয়ো না- অনুবাদক।(সূরা হা মিম আস্ সাজ্দা, 41:31) সুতরাং এটিই হল সত্য, সদা জীবন্ত ও গ্রহণীয় ধর্ম নিরিখের যথার্থ কষ্টিপাথর। আমি জানি, এই জ্যোতি কেবল ইসলামের সঙ্গে বিদ্যমান, খ্রিস্ট ধর্ম এই জ্যোতি হতে বঞ্চিত। যে উদ্দেশ্যে ও শর্তে ড. মর্টিন ক্লার্কের সঙ্গে আমার এই বাহাস, যদি তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অস্বীকার করেন তাহলে অবশ্য জেনে নিন খ্রিস্ট ধর্ম মিথ্যা প্রতিপাদনের জন্য হাজার দলীল অপেক্ষা যে দলীলটি উত্তম তা হল, মৃত সর্বদা জীবিতের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অক্ষম আর অন্ধ চাক্ষুষ্মান ব্যক্তির সমতুল্য নয়।'ওয়াস্সালামু আলা মানিত্তাবাআল হুদা।' (সত্য পথের অনুসরণকারী ব্যক্তির উপর শান্তি বর্ষিত হোক)।

বিনীত

মির্যা গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, জেলা- গুরদাসপুর

৫'ই মে, ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْم

ড. পাদরী মার্টিন ক্লার্কের জঙ্গে মুকাদ্দাস ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য বিজ্ঞপ্তি

শিরোনামে উল্লিখিত ড. সাহেব পত্রযোগে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে, তিনি ইসলামের পণ্ডিতদের সঙ্গে জঙ্গে মুকাদ্দাস (পবিত্র যুদ্ধ) এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি স্বীয় পত্রে এটিও উল্লেখ করেন, পরিপূর্ণ ফয়সালার জন্য এই যুদ্ধ করা হবে। একই সঙ্গে ধমকি দেন, ইসলামের আলেম পণ্ডিতেরা এই যুদ্ধ হতে যদি বিমুখ হয় অথবা পরাজয় বরণ করে তাহলে আগামীতে খ্রিস্টান আলেম পণ্ডিতদের প্রতিপক্ষতায় দন্ডায়মান হওয়ার অথবা তাদের (মুসলমানদের) নিজের ধর্মকে সত্য মনে করার অথবা খ্রিস্ট সম্প্রদায়ের সামনে বিরত্ব দেখানোর কোন অধিকার থাকবে না। যেহেতু এই অধম আধ্যাত্মিক যুদ্ধের জন্য প্রত্যাদিষ্ট হয়ে এসেছে এবং আল্লাহ্‌তা'লার নিকট হতে ইলহামের মাধ্যমে অবগত করা হয়েছে, প্রত্যেক ময়দানে বিজয় আমারই হবে। সেহেতু কাল বিলম্ব না করে পত্রযোগে ড. সাহেবকে অবগত করানো হয়, আমিও আপনার সঙ্গে সহমত যে, এই যুদ্ধের মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য প্রকাশ হোক। আর শুধু এখানেই ক্ষান্ত হই নি বরং এই যুদ্ধ বার্তার দূত হিসাবে কতিপয় বন্ধুদেরকেও অমৃতসরে ড. সাহেবের কাছে প্রেরণ করি। তারা হলেন-

১. মির্যা খোদা বখশ্ সাহেব, ২. মুনশী আব্দুল হক সাহেব, ৩. হাফিয মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব, ৪. সেখ রহমাতুল্লাহ্ সাহেব, ৫. মৌলবি আব্দুল করীম সাহেব, ৬. মুনশী গোলাম কাদের সাহেব ফসীহ্, ৭. মিঞাঁ মুহাম্মদ ইউসুফ খান সাহেব, ৮. সেখ নূর আহ্মদ সাহেব, ৯. হাকিম মুহাম্মদ আকবর সাহেব, ১০. হাকিম মুহাম্মদ আশরাফ সাহেব, ১১. হাকিম নেমাতুল্লাহ্ সাহেব, ১২. মৌলবি গোলাম আহ্মদ সাহেব ইঞ্জিনিয়ার, ১৩. মিঞাঁ মুহাম্মদ বখশ্ সাহেব, ১৪. খলিফা নূরুদ্দিন সাহেব, ১৫. মিঞাঁ মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব।

আমার বন্ধুসম প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে ড. সাহেবের আলোচনার পর

সর্বসম্মতিক্রমে মোবাহেসা অমৃতসরে সংঘটিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ড. সাহেবের হয়ে নেতৃত্ব প্রদান করবেন মিস্টার আব্দুল্লাহ্ আথম প্রাক্তন এক্সট্রা অ্যাসিসট্যান্ট। তাদের পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত হয়, দু'পক্ষের প্রত্যেকে তিনজন সাহায্যকারী রাখতে পারবেন এবং প্রত্যেক পক্ষ প্রতিপক্ষের উপর প্রশ্ন উপস্থাপনের জন্য ছয় দিন সময় পাবেন। এভাবেই প্রথম ছয় দিন প্রতিপক্ষের ধর্ম, শিক্ষা, বিশ্বাস, রীতি-নীতি সম্পর্কে আমরা প্রশ্ন করব। যেমন, হযরত মসীহ্ (আঃ) এর ঈশ্বরত্ব ও পুনরুজ্জীবিত হওয়া সম্পর্কে প্রমাণ জানতে চাওয়া হবে এছাড়া খ্রিস্ট ধর্ম সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন উপস্থাপন করা হবে। এভাবেই ইসলামী শিক্ষার উপর প্রশ্ন উপস্থাপনের জন্য প্রতিপক্ষও ছয় দিন সময় পাবে। সভার কার্যাবলী সঠিক ভাবে পরিচালনার নিমিত্তে একটি সদর আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠিত হবে যার কাজ হবে প্রতিপক্ষের সমর্থকদের চিৎকার চেঁচামেচি, অবৈধ কার্যকলাপ ও অনধিকার হস্তক্ষেপ করা হতে বিরত রাখা। দু'পক্ষের পূর্ণ সমর্থনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, কোন পক্ষের সঙ্গে পঞ্চাশের অধিক স্বীয় সম্প্রদায়ের মানুষ থাকবে না। উভয় পক্ষ একত্রে একশত টিকিট ছাপিয়ে পঞ্চাশ পঞ্চাশ টিকিট নিজেদের মানুষদের নিকট হস্তান্তর করবে। টিকিট না দেখালে কোন ব্যক্তিকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। অবশেষে ড. সাহেবের বিশেষ আবেদনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, এই বাহাস ২২'শে মে ১৮৯৩ সন হতে শুরু হবে। মোবাহেসার স্থানের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব ড. সাহেবের। অতঃপর এই বিস্তৃতাকারে শর্তযুক্ত লিখিত সিদ্ধান্তে ড. সাহেব ও ভাই আব্দুল করীম সাহেব হস্তাক্ষর করেন। ১৫'ই মে ১৮৯৩ সন পর্যন্ত উভয় পক্ষ মোবাহেসার শর্তাবলী মুদ্রিতাকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। অতঃপর আমার বন্ধুবর্গেরা কাদিয়ানে ফিরে আসে। যেহেতু ড. সাহেব এই মোবাহেসার নাম দিয়েছিলেন 'জঙ্গে মুকাদ্দস' সেহেতু ২৫'শে এপ্রিল ১৮৯৩ সনে তাঁর নিকট পত্র লেখা হয়, আমার বন্ধুবর্গের মেনে নেওয়া বিতর্কের শর্তাবলীকে আমিও গ্রহণ করলাম। কিন্তু পূর্ব হতেই একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া অতি আবশ্যক তা হল, উভয় পক্ষের উপর জঙ্গে মুকাদ্দসের কি প্রভাব পড়বে? কিভাবেই বা স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, প্রকৃতপক্ষে কোন পক্ষ পরাজিত হয়েছে? কেননা, দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যুক্তিসঙ্গত ও শাস্ত্রীয়

যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বাহাসে যে দলই সুস্পষ্ট ভাবে বিজয় লাভ করুক না কেন অপর পক্ষ কখনোই নিজেদের পরাজয় স্বীকার করে না। বরং মোবাহেসার কর্মকাণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সময় ব্যাখ্যামূলক টীকা যোগ করে কোন ভাবে নিজেদের জয়কে প্রমাণ করতে চায়। এমন যৌক্তিকতা পূর্ণ বাহাস যদি হয় তাহলে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বাণী করতেই পারে যে, এখনও পর্যন্ত পাদরী ও ইসলামের পণ্ডিতগণের মধ্যে হওয়া বাহাসের পরিণতির ন্যায় এই বাহাসের পরিণতি হবে। বরং গভীর পর্যবেক্ষণে উপলব্ধি হয়, এমন মোবাহেসা দ্বারা কোন নূতন বিষয় জানা যায় না। পাদরী সাহেবদের পক্ষ থেকে ঘুরে ফিরে একই প্রশ্ন বার বার করা হয়। যেমন, ইসলাম তরবারির জোরেই বিস্তার লাভ করেছে, এই ধর্ম বহু বিবাহের শিক্ষা দেয়, ইসলামের স্বর্গ শারীরিক স্বর্গ ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের পক্ষ থেকে সেই একই প্রতিক্রিয়া উপস্থাপিত হবে অর্থাৎ তরবারি প্রয়োগে ইসলামে অগ্রণী ভূমিকা ছিল না, কেবল সময়ের প্রয়োজন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে তরবারি গ্রহণ করা হয়েছিল। ইসলাম মহিলা, শিশু ও ধর্মগুরুদের হত্যায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। যারা ইসলামের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে তারাই তরবারী দ্বারা নিহত হয়েছে। যদিও তওরাতে নিষ্ঠুরভাবে তরবারি চালনা সর্বাধিকভাবে পরিলক্ষিত হয়। যার আলোকে তারা অগণিত মহিলা ও শিশুকে হত্যা করেছে। আর এই নৃশংস ও কঠোর যুদ্ধের জন্য তারা খোদার দৃষ্টিতে ঘৃণিত হয় নি বরং এটি তাঁরই আদেশে সংঘটিত হয়েছিল। খোদাতা'লার পবিত্র নবী (সাঃ) কে অত্যাচারিতের কারণে অথবা শান্তি প্রতিষ্ঠার্তে যুদ্ধ করতে হয়েছিল,ইসলামের এই যুদ্ধের জন্য তওরাতের খোদা যদি অসন্তুষ্ট হন তাহলে এ তো অন্যায় হবে। একইভাবে বহু বিবাহ সংক্রান্ত আপত্তি খণ্ডনে আমরা একই উত্তর প্রদান করব। ইসলামের পূর্বে অধিকাংশ জাতির মাঝে বহু বিবাহের সংখ্যা শত সহস্র এমন কি হাজার পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। ইসলাম তো বিবাহের সংখ্যা কম করেছে; অধিক নয়। বরং কুরআনের বিশিষ্টতা হল, কুরআন মাত্রাতিরিক্ত বন্ধনহীন বিবাহকে রহিত করেছে। ইস্রাঈলী পবিত্র নবীদের শতশত স্ত্রী ছিল আবার কতিপয়ের সংখ্যা সাতশ' পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। তারা আমৃত্যু ব্যাভিচারী জীবন যাপন করেছিল। তাদের বংশধরদের মধ্যে কতিপয় ধার্মিক

ব্যক্তিও রয়েছে এমনকি নবীও তবে কী তারা অবৈধ বলে বিবেচিত হবে? স্বর্গ সম্পর্কেও এমনই সাধারণ প্রতিক্রিয়া উপস্থাপিত হবে। (মুসলমানদের স্বর্গ কেবল মাত্র শরীরিক নয় বরং একটি আবাসস্থল যেখানে আল্লাহ্‌র দৈহিক ও আধ্যাত্মিক আশির্বাদ অবলোকন করা যায়। বিপরীতে খ্রিস্টানদের বিশ্বাস যে, তাদের নরক কেবল শারীরিক।)

কিন্তু প্রশ্ন হল, এমন ধর্মীয় বিতর্কের পরিণতি কী হবে? আমরা কি আশা করতে পারি যে, খ্রিস্টান বন্ধুগণ সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত মুসলমানদের উত্তরকে মান্যতা দান করবেন? নাকি এক মানুষকে ঈশ্বর রূপে প্রতিস্থাপনের জন্য অলৌকিকতাকেই যথেষ্ট মনে করা হবে? অথবা হযরত মসীহ'র উল্লেখ ছাড়া অন্যান্যদের সম্পর্কে বাইবেলের অনুচ্ছেদে উল্লেখ হয়েছে, তোমরা সকলেই খোদার পুত্র, আবার কোথাও আছে, তোমরা তাঁর কন্যা, আবার কোথাও আছে, তোমরা সকলেই খোদা - এগুলিকেই কি আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা হবে? এমনটা যেহেতু সম্ভব নয় সেহেতু আমি মনে করি না এই বাহাসের কোন ইতিবাচক ফলাফল সামনে আসবে। তাহলে বারো দিন অমৃতসরে অবস্থান করে কি হবে?

এই সকল কথা চিন্তা করে ড. সাহেবকে রেজিস্ট্রিকৃত পত্রের মাধ্যমে পরামর্শ জ্ঞাপন করা হয়, উভয়পক্ষ নিজেদের ছয় দিন পূর্ণ করার পর মোবাহেলাও করা হবে। উভয়পক্ষ কেবল আপন আপন ধর্মের সমর্থনে খোদাতা'লার নিকট ঐশী সাহায্য যাচনা করবেন এবং সেই নিদর্শন প্রকাশের জন্য একবছরের সময় নির্ধারিত হবে। অতঃপর যার সমর্থনে মনুষ্য শক্তির উর্দ্ধে ঐশী নিদর্শন প্রকাশিত হবে এবং প্রতিপক্ষ যদি উক্ত নিদর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম না হয়, তখন খোদাতা'লার ঐশী নিদর্শনের সমর্থনে বিজয়ী পক্ষের ধর্মকে বিজীত পক্ষকে অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে। ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে স্বীয় সহায় সম্পত্তির অর্ধেকাংশ সত্য ধর্মের সহায়তাকল্পে বিজয়ী পক্ষকে অবশ্যই প্রদান করতে হবে। এই পন্থার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য হয়ে যাবে। কেননা, যখন এক অলৌকিক নিদর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অপর পক্ষ নিদর্শন প্রকাশে ব্যর্থ হবে তখন নিদর্শন প্রকাশকারীই বিজয়ী বলে বিবেচিত হবে ও সকল বাহাসের সমাপ্তি ঘটবে এবং সত্য প্রকাশিত হবে। আজ ৩'রা মে ১৮৯৩ সন এক

সপ্তাহ অতিক্রান্ত হল। কিন্তু ড. সাহেবের পক্ষ থেকে উক্ত পত্রের কোন উত্তর আসে নি। অতএব এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ড. সাহেব ও তাঁর স্বজাতীয় সকল মানুষদের নিকট বিনীত নিবেদন হল, যেহেতু তিনি এই মোবাহেসার নাম রেখেছেন জঙ্গে মুকাদ্দাস ও তাঁর উদ্দেশ্য হল ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের মাঝে বিবাদের নিষ্পত্তি হওয়া এবং সুস্পষ্ট প্রকাশিত হওয়া যে, কোনপক্ষের খোদা সত্য ও সর্বশক্তিমান। তাহলে সাধারণ বিতর্ক সভা দ্বারা এই উদ্দেশ্য পরিপূরনের স্বপ্ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। উদ্দেশ্য যদি সত হয়, তাহলে এখন ঐশী সমর্থনের দ্বারাই সত্য ও মিথ্যাকে যাচাই বাছাই করার ন্যায় উত্তম দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই। এই নীতিকে আমি মনে প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছি। গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথাগত যৌক্তিক বাহাস যদিও আমি সামান্যতম আবশ্যক বলে মনে করি না। তথাপি আমি সম্মতি প্রদান করলাম। সেই সঙ্গে উভয় পক্ষের ছয় দিন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উপরোল্লেখিত পদ্ধতি অনুযায়ী আমার ও প্রতিপক্ষের মাঝে মোবাহেলা অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। উভয় পক্ষ মুদ্রিতাকারে ঘোষণা করবেন যে, আমরা মোবাহেলা* করব। অর্থাৎ আমরা দোওয়া করব, হে আমাদের প্রভু! আমরা যদি মিথ্যা হয়ে থাকি তাহলে প্রতিপক্ষকে নিদর্শন প্রদান করে আমাদের লাঞ্ছিত কর। আর আমরা যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হই তাহলে আমাদের সমর্থনে ঐশী নিদর্শন প্রকাশ করে বিরোধীপক্ষকে লাঞ্ছিত কর-এই দোওয়ার সময় উভয় পক্ষ আমীন বলবে। নিদর্শন প্রদর্শনের সময়সীমা হবে এক বছর। পরাজিত পক্ষের শাস্তি হবে তাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, এক বছরে উভয় পক্ষ যদি নিদর্শন প্রদর্শনে অসমর্থ থাকে অথবা উভয় পক্ষ হতে নিদর্শন প্রকাশিত হয় তখন কিভাবে মীমাংসা হবে? এর উত্তর হল, এমতাবস্থায় আমিই পরাজিত বলে বিবেচিত হব এবং পূর্বোক্ত শাস্তিকেই আমি শিরোধার্য করব। যেহেতু আমি খোদার পক্ষ হতে প্রেরিত ও বিজয়ের সুসংবাদ আমাকে প্রদান করা হয়েছে। অতএব খ্রিস্টান ব্যক্তি যদি আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঐশী নিদর্শন প্রদর্শনে সক্ষম হয় অথবা আমি যদি এক বছর পর্যন্ত ঐশী নিদর্শন প্রদর্শনে সক্ষম না হই,

* আরবি অভিধানের আলোকে ও শরিয়তের পরিভাষায় মোবাহেলার অর্থ হচ্ছে ,বিরোধী দুই পক্ষ একে অন্যের জন্য শাস্তি ও খোদার অভিশাপ কামনা করবে-অনুবাদক

তাহলে আমার মিথ্যুক হওয়া প্রমাণিত হবে। আল্লাহ'র কসম! আল্লাহ্‌তা'লা আমার নিকট স্পষ্ট ইলহামের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন, 'হযরত মসীহ্ (আঃ) অন্যান্য সাধারণ মানুষের ন্যায় মানুষ ছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন খোদা প্রেরিত পূত পবিত্র ও সত্য নবী।' আমাকে আরও জানানো হয়েছে, 'হযরত মসীহ্‌কে যা প্রদান করা হয়েছে নবী (সাঃ) এর পূর্ণ অনুসরণে তোমাকেও তাই প্রদান করা হয়েছে এবং তুমিই প্রতিশ্রুত মসীহ্। তোমার নিকট জ্যোর্তিময় অস্ত্র রয়েছে যা অন্ধকারকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে এবং তোমার দ্বারাই ক্রুশ ধ্বংস হবে।' অতএব মোবাহেলার এক বছরের মধ্যে নিদর্শন প্রকাশ আমার সত্যতার প্রমাণ। যদি নিদর্শন প্রকাশিত না হয় তাহলে আমি খোদার পক্ষ হতে নই। কেবল ধর্মান্তরণ অথবা অর্ধাংশ সম্পদ প্রদান শাস্তি হিসাবে যথেষ্ট নয় বরং আমি মৃত্যুর শাস্তি যোগ্য বলে বিবেচিত হব। সুতরাং আমি এই সকল বাক্যাবলীকে দৃষ্টিপটে রেখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করছি। আমার এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের অব্যহতি পর অনুরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা ড. সাহেবের জন্য বাধ্যতামূলক। মোবাহেলার পর এক বছরের মধ্যে মির্যা গোলাম আহমদের সমর্থনে প্রকাশিত নিদর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এক বছরের মধ্যে নিদর্শন প্রকাশে আমি যদি অসমর্থ হই নির্দ্বিধায় অবিলম্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করব। নতুবা সমস্ত সহায় সম্পত্তির অর্ধাংশ ইসলাম ধর্মের সাহায্যার্থে বিজয়ী পক্ষকে প্রদান করব এবং আগামীতে ইসলামের বিরোধীতায় কখনও দন্ডায়মান হব না। এক্ষেত্রে ড. সাহেব জেনে রাখুন, আমি নিজের জন্য অপেক্ষাকৃত কঠিন শর্ত স্বীকার করেছি। কিন্তু আপনার জন্য শর্ত অনেকটাই নরম। অর্থাৎ আমার বিরোধীতায় তিনি যদি নিদর্শন প্রদর্শন করেন এবং আমিও নিদর্শন প্রদর্শনে সক্ষম হই তথাপি শর্তানুযায়ি তিনিই সত্য বলে বিবেচিত হবেন। আর আমি কেবল সেই অবস্থায় সত্যবাদী বলে পরিগণিত হব যখন এক বছরকাল সময়সীমার মধ্যে আমি নিদর্শন প্রকাশ করব এবং ড. সাহেব তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ব্যর্থ হবেন। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বরূপ ড. সাহেব যদি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করেন তাহলে তাঁর এই পদক্ষেপ মুখ লুকিয়ে পলায়ন বলে গণ্য হবে। এতদসত্ত্বেও আমি তাঁর যৌক্তিক বাহাসে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু শর্ত হল, নিদর্শন দেখানোর বিষয়ে ইসলামের সামনে তাঁর সম্প্রদায়

অপারগ সেটা প্রকাশ করুন। অর্থাৎ তারা লিখে দিন যে, ঐশী নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার মর্যদা কেবল ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ত; খ্রিস্ট ধর্ম এই কল্যাণ হতে বঞ্চিত। আমি শুনেছি ড. সাহেব আমার বন্ধুবর্গের সম্মুখে বলেছিলেন, আমরা এই মোবাহেসা কেবল আহমদীয়া জামাতের সঙ্গে করব জান্দিয়ালার মুসলমানদের সঙ্গে নয়। সুতরাং ড. সাহেব জেনে রাখুন আহ্‌মদীয়া ফেরকাই প্রকৃত মুসলমান। তারা ঐশী বাণীর সঙ্গে মনুষ্য বাক্যকে মিশ্রিত করে না। কুরআন করীমের আঙ্গিকে হযরত মসীহ'র পদমর্যদাকে স্বীকার করে।

'ওয়াস্‌সালামু আলা মানিত্তাবাআল হুদা।'

(সত্য পথের অনুসরণকারী ব্যক্তির উপর শান্তি বর্ষিত হোক- অনুবাদক)।

মিঞাঁ বাটালভী সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন

প্রকাশ থাকে যে, সেখ বাটালভী সাহেবকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বরূপ আরবি তফসীর লেখার জন্য আমন্ত্রণমূলক বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। উক্ত বিজ্ঞাপন ১'লা এপ্রিল ১৮৯৩ সনে তাঁর নিকট পৌঁছানো হয়। মির্যা খোদা বখশ্ সাহেব বিজ্ঞাপন নিয়ে লাহোরে যান এবং সংবাদ নিয়ে আসেন যে, বাটালভী সাহেব ১'লা এপ্রিল হতে দু'সপ্তাহের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ছাপিয়ে প্রেরণ করার অঙ্গীকার করেছেন। অতএব দু'সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় থাকি, কোন উত্তর আসেনি। তাঁকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। তিনি পত্র প্রেরণ করেন। তাঁর পত্র আমার বিজ্ঞপ্তিতে ছাপিয়ে দিয়েছি। পত্র মাধ্যমে উত্তর দেন, এপ্রিলের মধ্যেই উত্তর ছাপিয়ে প্রেরণ করবেন। যাইহোক এখন এপ্রিলও অতিক্রান্ত হয়েছে, সেই সাথে বাটালভী সাহেব দু'টি অঙ্গীকারও ভঙ্গ করেছেন। আমি তাঁর উপর কোন প্রকার দোষারোপ করছি না। কিন্তু তাঁর লজ্জা হওয়া উচিত। তিনি নির্বিচারে অন্যকে মিথ্যুক, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী বলে অভিহিত করেন, আর নিজেই প্রতিশ্রুতি পালনও করছেন না। অদ্ভুত ব্যাপার, তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়া 'হ্যাঁ' অথবা 'না' বাচক বাক্যে দিতে পারতেন। তা না করে এত মাস অতিবাহিত করে দিলেন। আর এই এক মাস কেবল অযথা অপেক্ষায় নষ্ট হল। বর্তমানে আমি দু'টি বিশেষ কাজে মনোযোগী হয়েছি। প্রথমত, ড. ক্লার্কের সঙ্গে মোবাহেসা (বাক্ যুদ্ধ- অনুবাদক), দ্বিতীয়ত, ইসলামের সমর্থনে এক বিশেষ গ্রন্থ রচনা; যা খুব শীঘ্রই আমেরিকাতে প্রেরণ করা হবে। যার বিষয় বস্তু হবে, 'পৃথিবীতে সত্য এবং জীবন্ত ধর্ম কেবল ইসলাম'। সুতরাং মিঞাঁ বাটালভী সাহেবকে অবগত করা হচ্ছে, এই দুই কর্ম সম্পাদনের পূর্বে যদি আপনার উত্তর এসে যায় তাহলে অগত্যা আপনার সঙ্গে মোকাবেলার জন্য এই দুই কাজ সম্পাদনের পর অন্য কোন তারিখ নির্ধারিত করা হবে।

মিস্টার আব্দুল্লাহ্ আথমের পত্রের উত্তর

আজ এই ইশতেহার লেখা সবে মাত্র শেষ করেছি, ডাকযোগে মিস্টার আব্দুল্লাহ্ আথমের পত্র আমি পেয়েছি। উপরে উল্লিখিত মোবাহেসা সংক্রান্ত বিষয়ে উক্ত ব্যক্তি ও ড. ক্লার্ক সাহেবের নিকট প্রেরিত পত্রের প্রতিক্রিয়া ছিল এটি। সেই প্রতিক্রিয়া আপত্তি এবং উত্তরাকারে নিম্নে উল্লেখ করলাম।

আপত্তি : প্রাচীন শিক্ষার জন্য বর্তমানে মো'জেযার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি না। সেকারণে মো'জেযার কোন দরকার আমাদের নেই এবং মো'জেযা প্রদর্শনের কোন ক্ষমতাও আমরা নিজেদের মধ্যে রাখি না।

উত্তর : মহাশয়, আমি পত্রে 'মো'জেযা' শব্দের উল্লেখই করি নি। যদিও মো'জেযা প্রদর্শন নবী ও মুরসিলদের কাজ; সাধারণ কোন মানুষের নয়। কিন্তু আপনারা তো মানেন এবং বিশ্বাস করেন যে, বৃক্ষ তার ফল দ্বারা চেনা যায়। ঈমানদারীর ফলের উল্লেখ কুরআন শরীফ ও ইঞ্জিল শরীফে রয়েছে। আমি আশা করি, আপনি বুঝতে পেরেছেন। তাই এই আলোচনা দীর্ঘায়িত করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি জানতে চাই, আপনি কি আদৌ ঈমানদারীর ফল প্রদর্শনেরও ক্ষমতা রাখেন না?

আপত্তি : সর্বোপরি মহাশয় যদি মো'জেযা প্রদর্শনের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন তো আমরা দেখার জন্য চোখ বন্ধ করব না। আপনার মো'জেযা দ্বারা যত দূর সম্ভব নিজেদের ভূল সংশোধন করা যায়, তাকে আমরা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে মনে করব।

উত্তর : নিঃসন্দেহে আপনার বক্তব্য ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। ন্যায় বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে কারোর মুখ থেকে এমন অর্থপূর্ণ বাক্য নির্গত হত না। কিন্তু এখানে আপনার ব্যবহৃত শব্দ, 'আপনার মো'জেযা দ্বারা যত দূর সম্ভব নিজেদের ভূল সংশোধন করা যায়, তাকে আমরা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে মনে করব' - ব্যাখ্যাযোগ্য বিষয়। কেবল যে কারণে এই অধমকে প্রেরণ করা হয়েছে তা হল, সত্য সংবাদ সৃষ্টিকূলের নিকট পৌঁছে দেওয়া। পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল ধর্মের মধ্যে কুরআন করীম আনিত ধর্মই সত্য ও খোদাতা'লার পছন্দনীয় এবং একমাত্র স্বর্গের প্রবেশ পথ হল, لا اله الّا الله محمّد رسول الله

অতএব মো'জেযা দেখার পর এই ধর্মকে গ্রহণ করতে কি আপনারা প্রস্তুত? আপনার পূর্বোক্ত মন্তব্য আমাকে আশা জাগাচ্ছে, আপনি অস্বীকার করবেন না। অতএব আপনি যদি প্রস্তুত থাকেন তাহলে তিনটি সংবাদ পত্রে যেমন, নূর আফশাঁ, মনশূরে মুহাম্মদী এবং অন্য যে কোন আর্য সংবাদ পত্রে কয়েক লাইন ছাপিয়ে দিন। যেখানে আপনি খোদাকে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী মনে করে প্রতিশ্রুতি দেবেন, ২২ মে ১৮৯৩ সনে নির্ধারিত মোবাহেসার পর আল্লাহ্‌তা'লা যদি মির্যা গোলাম আহ্‌মদকে সাহায্য করেন ও এমন কোন নিদর্শন তার সমর্থনে প্রকাশ করেন যা তিনি পূর্ব হতেই অবগত করেছেন ও তা পূর্ণ হয় তাহলে নির্দ্বিধায় অবিলম্বে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। আমি এও অঙ্গিকার করছি, কোনপ্রকার কুমন্তব্য ছাড়াই উক্ত নিদর্শনকে গ্রহণ করে নেব। যতক্ষণ না আমরা অনুরূপ কোন নিদর্শন এক বছরের মধ্যে প্রদর্শিত করতে পারি, কোন ভাবেই উক্ত নিদর্শনকে অবিশ্বাস্য ও আপত্তিকর বলে মনে করব না। যেমন নিদর্শন স্বরূপ যদি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, ওমুক সময়ে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ জাতির উপর ওমুক বিপর্যয় আপতিত হবে এবং উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয় তাহলে এমন দৃষ্টান্ত নিজেদের পক্ষ থেকে উপস্থাপন করতে না পারলে অবিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। নিদর্শন দেখার পরও যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করি ও এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঐ বছরের মধ্যে অনুরূপ কোন অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশে ব্যর্থ হই তাহলে অঙ্গিকার ভঙ্গের জন্য নিজের সম্পত্তির অর্ধেকাংশ ইসলামের সাহায্যার্থে তাকে প্রদান করব। আর আমি যদি দ্বিতীয়াংশের উপর আমল না করি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পর মির্যা গোলাম আহ্‌মদ আমার সম্পর্কে কোন ঐশী ক্রোধমূলক নিদর্শন প্রকাশ করতে চান তবে তা করতে পারবেন। সংবাদপত্র অথবা তাঁর কোন পুস্তিকাতে প্রকাশ করার আমার পক্ষ হতে সম্পূর্ণরূপে অনুমতি রইল। নিবন্ধটি আপনি আপনার নাম, পিতার নাম, ধর্ম, ঠিকানা সহ উভয় পক্ষের পঞ্চাশ জন সম্মানিত সমর্থকের সাক্ষী দ্বারা সত্যায়িত করে তিনটি সংবাদপত্রে ছাপিয়ে দিন। যেহেতু সত্যতা প্রকাশই আপনার অভিপ্রায় এবং এই মানদন্ড আমাদের উভয় ধর্মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তাই, খোদার খাতিরে এটি গ্রহণ করতে বিলম্ব করবেন না। সুতরাং এখন

সেই সময় উপস্থিত হয়েছে যে, খোদাতা'লা সত্য ধর্মের জ্যোতি ও কল্যাণ প্রকাশিত করবেন এবং পৃথিবীবাসীকে একই ধর্মের অনুসারীতে পরিণত করবেন। অতএব আপনি যদি স্বীয় হৃদয়কে শক্ত করে সর্বাগ্রে এই পথটি গ্রহণ করার সাহস সঞ্চয় করেন এবং আন্তরিকতা ও সংকল্পের সাথে আপনার অঙ্গিকার পালন করুনতবে খোদাতা'লার নিকট সত্যবাদী বলে পরিগণিত হবেন এবং এটি হবে আপনার ন্যায়পরায়ণতার চিরন্তন নিদর্শন।

আপনি যদি বলেন, আমরা উপরোক্ত সমস্ত কিছু করব এবং নিদর্শন দেখার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করব, উল্লিখিত সকল শর্তাবলীকে পরিপূর্ণ ভাবে পালনকারী হব এবং এই অঙ্গিকার পূর্ব হতেই তিনটি সংবাদপত্রে প্রকাশ করব। কিন্তু আপনি যদি মিথ্যা প্রমাণিত হন, কোন নিদর্শন দেখাতে সক্ষম না হন, তাহলে আপনার কি শাস্তি হবে? এর উত্তরে আমার উক্তি, তওরাত অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডকেই আমি শাস্তি হিসাবে গ্রহণ করে নেব এবং এটি যদি আইন বিরুদ্ধ হয় তাহলে আমার সমস্ত সম্পত্তি আপনাকে প্রদান করব। এই বিষয়ে আমি আপনাকে যে কোন আশ্বাস দিতে প্রস্তুত।

আপত্তি : মহাশয় কিন্তু মনে রাখবেন, মৌখিক আস্ফালন না হয়ে পূর্ণ শক্তি সহকারে দাবিদারকের মো'জেযা যেন প্রকাশিত হয় এবং এখন কিছুর সাক্ষ্য দিতে হবে যা সম্ভাবনার মধ্যে বিদ্যমান।

উত্তর : আপনার কথায় আমি একমত। প্রকৃত পক্ষে এটি একটি চ্যালেঞ্জ, যেমন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়ার দাবি করে ও দাবির সমর্থনে মনুষ্য শক্তির উর্দ্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে উক্ত ব্যক্তি তওরাতের দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৮ অনুযায়ী সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। তবে এটা সত্য যে, এরকম নিদর্শনের মধ্যে সম্ভাবনার একটা জায়গা থাকতে হবে। নইলে এমন তো বৈধ নয় যে, কেউ নিজেকে খোদা বলে দাবি করবে এবং এর প্রমাণ স্বরূপ কোন ভবিষ্যদ্বাণী করবে; অতঃপর সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার পর তাকে খোদা বলে মানা হবে।

কিন্তু এখানে আমি একটা কথা জানতে চাই, এই অধম যখন মুলহিম (প্রত্যাদিষ্ট- অনুবাদক) ও মামুর মিনাল্লাহ্ (আল্লাহ্ কর্তৃক নিযুক্ত- অনুবাদক) হওয়ার দাবি করেছিল, আপনি মির্যা ইমাম উদ্দীনকে ভালো

ভাবেই জানেন তিনি ১৮৮৮ সনে চশমায়ে নূর অমৃতসর (সংবাদপত্রে-অনুবাদক) এ আমার বিরুদ্ধে প্রকাশিত ইশতেহারে একটি নিদর্শন চেয়েছিল। তখন নিদর্শন স্বরূপ এক ভবিষ্যদ্বাণী নূর আফশাঁ সংবাদপত্রে ১০'ই মে ১৮৮৮ সনে প্রকাশ করা হয়েছিল। যার বিস্তৃত বিবরণ উক্ত সংবাদপত্রে এবং আমার রচিত 'আইনায়ে কামালাতে ইসলাম' পুস্তকের ২৭৯ ও ২৮০ নম্বর পৃষ্ঠাতে বিদ্যমান। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী ৩০'শে সেপ্টেম্বর ১৮৯২ সনে অন্তবর্তী মেয়াদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়েছে।

সুতরাং আপনার ন্যায়পরায়ণতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করছি, এটি কী নিদর্শন নয়? যদি নিদর্শন না হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ কি? আর যদি নিদর্শন হয় তাহলে আপনি তো এর পরিপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করেছেন। কেবল নূর আফশাঁতে ১০'ই মে ১৮৮৮ সনে নয় বরং ১০'ই জুলাই ১৮৮৮ সনে নির্দিষ্ট মেয়াদ সমন্বয়ে আমার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছিল। এখন আপনিই বলুন এই নিদর্শন হতে লাভবান হওয়া ও নিজের ভুল সংশোধন করা আপনার উচিত কি না? দয়া করে আমাকে অবগত করুন আপনি কি প্রকার সংশোধন করেছেন এবং কতটাই বা খ্রিস্টীয় রীতি নীতি হতে নিজেকে পৃথক রেখেছেন? কেননা, এই নিদর্শন অতীতের কিছু নয়;আসলে এটা খুব সাম্প্রতিক। এটি নূর আফশাঁ পত্রিকায় এবং ১০'ই জুলাই ১৮৮৮ সনে আমার ঘোষণায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটি ছিল সম্পূর্ণ আপনার শর্তাবলী অনুযায়ী। আমার ধারণা অনুযায়ী এই ছিল আপনার মীমাংসার মাপদণ্ড। আপনি যদি এই নিদর্শনকে মেনে নেন ও অঙ্গীকার অনুযায়ী নিজের ভুল সংশোধন করেন তাহলে আমি দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হব যে আগামীতেও আপনি উল্লেখযোগ্য সংশোধনের জন্য প্রস্তুত থাকবেন। এই নিদর্শনটি আপনাকে অন্ততপক্ষে আপনার পক্ষ হতে স্বীকারোক্তি প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত করবে যে, ইসলামের বিশ্বাস নিশ্চিতরূপে না হলেও আপনার নিকট সত্য বলে মনে হয়। কেননা, সত্যতার সমর্থনে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা পূর্ণ হয়েছে। আপনি জানেন, ইমাম উদ্দীন ছিল ইসলাম প্রত্যাখ্যানকারী একজন নাস্তিক ব্যক্তি। সে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের সত্যতা ও এই অধমের উপর সত্যিই ইলহাম হয় কি না যাচাই এর জন্য নিদর্শন চেয়েছিল। আল্লাহ্‌তা'লা তার

নিকটাত্মীয়ের উপর নিদর্শন আপতিত করে অকাট্যভাবে বিবাদের মীমাংসা করেছেন। আপনি এই নিদর্শন গ্রহণ বা বর্জন সংক্রান্ত সংবাদ আমাকে প্রদান করুন। অন্যথায় আপনি আমার নিকট ঋণী থাকবেন।

প্রশ্ন : আজও মোবাহেলা একপ্রকার মো'জেযার অন্তর্ভুক্ত। ইঞ্জিলের শিক্ষানুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আমরা অভিশাপ দিতে পারি না। মহাশয়ের অধিকার রয়েছে, আপনি যা চান করতে পারেন এবং উত্তরের জন্য এক বছর অপেক্ষা করুন।

উত্তর : আমার শ্রদ্ধেয় মহাশয়, মোবাহেলার জন্য অন্যের উপর অভিশাপ প্রেরণ আবশ্যক নয়। বরং এতটাই বলা যথেষ্ঠ যেমন, এক খ্রিস্টান ব্যক্তি বলবেন, বাস্তবেই হযরত মসীহ্ খোদা এবং কুরআন খোদার পক্ষ থেকে নয়। আমি যদি এই বর্ণনায় মিথ্যা হয়ে থাকি তাহলে খোদা আমার উপর অভিসম্পাত করুন। এই পদ্ধতি ইঞ্জিলের শিক্ষার পরিপন্থী নয় বরং এটি ইঞ্জিলের শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। গভীর মনোযোগের সঙ্গে ইঞ্জিল অধ্যয়ন করুন।

ইতিপূর্বেই আমি উল্লেখ করেছি, নিদর্শন প্রদর্শনের মোকাবেলায় আপনি যদি অপারগ হন তাহলে এক তরফা এই অধমের পক্ষ থেকে নিদর্শন প্রদর্শন করা হবে। আমি সাগ্রহে সম্মতি প্রদান করছি। উপরোল্লেখিত অনুযায়ী আপনি নিজের অঙ্গীকার নামা প্রকাশ করুন। আপনি যখনই বলবেন অবিলম্বে আমি অমৃতসরে হাজির হয়ে যাব। আমি তো পূর্ব হতেই অবগত, খ্রিস্ট ধর্ম সেই সময় হতে অন্ধকারে নিমজ্জিত যখন হতে হযরত ঈসা (আঃ) কে খোদার আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং এই খ্রিস্টান মহোদয়গণ এক সত্য, পূর্ণ মানব, পবিত্র নবী ও নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) কে অস্বীকার করেছিল। সেকারণে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইসলামের শ্বাশ্বত ঐশী জ্যোতির প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা কোন খ্রিস্টান মহোদয়ের নেই। খ্রিস্টান মহোদয়গণের মুখে মুখে প্রচারিত মুক্তি ও চিরস্থায়ী জীবন ইসলাম ধর্মের মানুষদের কাছে সূর্যের ন্যায় জাজ্বল্যমান। ইসলামের এক অন্যান্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, ইসলাম অন্ধকার হতে বের করে স্বীয় জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করায়। উক্ত জ্যোতির কল্যাণে কল্যাণমন্ডিত হয়ে একজন মোমিন কবুলিয়াতের পদমর্যদায় উন্নীত হয় এবং খোদাতা'লার

সঙ্গে বাক্যালাপের সৌভাগ্য অর্জন করে। খোদাতা'লা স্বীয় ভালবাসার নিদর্শন তার মধ্যে প্রকাশ করেন। সুতরাং আমি জোরের সঙ্গে দাবি করে বলছি, ঈমানী জীবন কেবল একজন প্রকৃত মুসলমানই প্রাপ্ত হন এবং এটিই হল ইসলামের সত্যতার নিদর্শন।

আপনার চিঠির সঠিক উত্তর প্রদান হয়ে গেছে। এখন এই বিজ্ঞপ্তি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে আপনার ও ড. মার্টিন ক্লার্ক সাহেবের নিকট রেজিস্টার ডাকযোগে প্রেরণ করব। আমার পক্ষ হতে যুক্তি-তর্ক সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন গ্রহণ করা না করা আপনার ইচ্ছা।

'ওয়াস্‌সালামু আলা মানিত্তাবাআল হুদা।'

(সত্য পথের অনুসরণকারী ব্যক্তির উপর শান্তি বর্ষিত হোক-অনুবাদক)।

বিনীত

মির্যা গোলাম আহ্‌মদ

কাদিয়ান, জেলা- গুরদাসপুর

সেখ মহম্মদ হোসেন বাটালভী সংক্রান্ত এক ভবিষ্যদ্বাণী

সেখ মহম্মদ হোসেন আবূ সাঈদ আজকাল অত্যন্ত সংবেদনশীল অবস্থায় রয়েছেন। উক্ত ব্যক্তি এই অধমকে (আমাকে) কাফের জ্ঞান করে। কেবল কাফের নয় বরং তার কাফেরনামাতে বহু বুর্জুগ ব্যক্তি আমাকে সব থেকে বড় কাফের বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি নিজের প্রবীণ শিক্ষককেও একই কঠিন পরিস্থিতিতে জড়িয়ে ফেলেছেন। সুবহানাল্লাহ্! এক মহান ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল করীম (সাঃ) এর উপর পূর্ণ বিশ্বাসী, নিয়মিত নামাজ ও রোজা পালন করে, কেবলামুখি এবং সকল করণীয় বিষয়ের কণা পরিমাণও ঐশী গ্রন্থ ও রসূলের সুন্নাহ্র পরিপন্থী নয়, মিঞাঁ বাটালভী সাহেব তাকে কেবল এই জন্য কাফের, সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামি আখ্যা দিয়েছেন; কেননা তিনি কুরআনের আয়াত فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي (আল্ মায়েদা, 5:118) অনুযায়ী হযরত ঈসাকে মৃত মনে করেন এবং 'প্রতিশ্রুত মসীহ্ এই উম্মতের মধ্যে হতে হবেন' আঁ হযরত (সাঃ) এর এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ও ক্রমাগত ঐশী ইলহাম এবং পূর্ণ নিদর্শনের ভিত্তিতে তিনি নিজেকে মসীহ্ মাওউদ ঘোষণা করেছেন। মিঞাঁ বাটালভী সাহেব কপটতার আশ্রয়ে অভিযোগ করে, এই অধম নাকি ফেরেশ্তা ও মহানবী (সাঃ) এর মে'রাজের অস্বীকারকারী, নবুওতের দাবিদারক এবং মো'জেযাকেও স্বীকার করে না। সুবহানাল্লাহ্! এক ব্যক্তিকে কাফের প্রতিপন্নের জন্য এই বেচারা কতটাই না মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে! সে এই দুঃখে মারা যাচ্ছে যে, কোন ভাবে এই মুসলমানকে সমগ্র সৃষ্টিকূল কাফের মনে করুক। বরং কাফের আখ্যায়িত করাতে খ্রিস্টান ও ইহুদিদের থেকেও সে অগ্রে অবস্থান করছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, এই ব্যক্তির অবস্থা খুবই শোচনীয়। কেউ যদি বলেন, মিঞাঁ; একজন কলেমা পাঠকারীকে কেন কাফের আখ্যা দিচ্ছেন? খোদাকে ভয় করুন। উন্মাদের ন্যায় তাকে ঘিরে ফেলে বহু গালিগালাজ করে এবং এই অধমের (আমার) উদ্দেশ্যে বলে, সে অবশ্যই কাফের এবং সকল কাফের হতে নিকৃষ্ট। আমি কিন্তু তাঁর শুভাকাঙ্খী। এই সংবেদনশীল পরিস্থিতিতে আমি তাঁর জন্য দোওয়া করব। তাঁর খেয়াতরী এমন ঘূর্ণিপাকে আবর্তিত হচ্ছে যে, এর

বলয় হতে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে।

و انی رأیت ان هٰذا الرّجل یؤمن بایمانی قبل موته و رأیت کانه ترک قول التکفیر و تاب. و هذه رؤیای و ارجو ان یجعلها ربی حقا

(আমি একটি দিব্যদর্শনে প্রত্যক্ষ করলাম যে, এই ব্যক্তি তার মৃত্যুর পূর্বে আমার মোমিন হওয়া স্বীকার করবে। আমি আরও দেখলাম যে, সে আমাকে কাফের আখ্যায়িত করা হতে বিরত হয়েছে এবং সে তার কৃত-কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়েছে। এটি আমার একটি দিব্যদর্শন ছিল, আর আমি আশা করি আমার প্রভু তা বাস্তবায়িত করবেন।-অনুবাদক)

'ওয়াসসালামু আলা মানিত্তাবাআল হুদা।'

(সত্য পথের অনুসরণকারী ব্যক্তির উপর শান্তি বর্ষিত হোক- অনুবাদক)।

বিনীত

মির্যা গোলাম আহ্‌মদ

কাদিয়ান, জেলা- গুরদাসপুর

৪'ঠা মে ১৮৯৩ খ্রি:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نحمدهٗ و نستعینهٗ و نصلی علٰی رسوله الکریم

মহম্মদ বখশ্‌ এর পক্ষ থেকে কল্যাণের উৎস, যামানার মোজাদ্দেদ, রসূলের ধর্মের সর্বদা রক্ষক জনাব হযরত গোলাম আহ্‌মদ সাহেব এর প্রতি

আস্‌ সালামু আলাইকুম। আপনার নিকট আমার একান্ত অনুরোধ হল, কয়েক দিন যাবৎ জান্দিয়ালা এলাকায় খ্রিস্টানরা বড়ই হই-হট্টগোল ও চিৎকার-চেঁচামেচি করছে এবং আজ ১১'ই এপ্রিল ১৮৯৩ সনে ফদবি নামি অমৃতসর নিবাসী ড. মার্টিন ক্লার্কের পক্ষে নিবন্ধিত পোস্টে জান্দিয়ালার খ্রিস্টানদের কাছ থেকে একটি পত্র পেয়েছি। যার একটি অনুলিপি এই পত্রের সাথে সংযুক্ত। আপনার সদয় অনুধাবনের জন্য পাঠানো হচ্ছে। তারা বড়োই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে লিখেছে, জান্দিয়ালার মুসলমানেরা তাদের উলেমা ও অন্যান্য ধর্মীয় পণ্ডিতদের একত্রিত করে একটি সভা (জলসা) অনুষ্ঠিত করুক। সত্য ধর্ম সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হোক। নতুবা ভবিষ্যতে খ্রিস্ট ধর্মের সমালোচনা হতে বিরত থাকবেন। তাই এই কল্যাণমন্ডিত

সত্ত্বার নিকট অনুরোধ, যেহেতু জান্দিয়ালার অধিকাংশ মুসলমান দুর্বল ও অসহায়। সেহেতু আপনার নিকট একান্ত অনুরোধ, মহাশয় কেবল আল্লাহ্‌র খাতিরে জান্দিয়ালার মুসলমানদের সাহায্য করুন। অন্যথায় সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় কলঙ্কিত হবে। অনুগ্রহ করে খ্রিস্টানদের কাছ থেকে প্রাপ্ত পত্রটি দেখুন এবং আমাদের কি উত্তর দেওয়া উচিত তা লিখিত নির্দেশনা প্রদান করুন। মহাশয় যেমন আদেশ দেবেন আমরা ঠিক তেমনই পদক্ষেপ নেব। উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

বিনীত
মহম্মদ বখশ্ পান্ধা, মকতব দেশি
নগর- জান্দিয়ালা, জেলা এবং মহকুমা- অমৃতসর,
১১'ই এপ্রিল ১৮৯৩ খ্রিঃ

মহম্মদ বখশ্ পান্ধাকে লেখা ড. মার্টিন ক্লার্কের পত্র

শ্রদ্ধেয় শরীফ মিঞাঁ মহম্মদ বখশ্ সাহেব ও জান্দিয়ালার মুসলমানগণ!

মহাশয়! সালামের পর আপনাকে অবগত করছি, যেহেতু আজকাল জান্দিয়ালায় খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় চর্চা বেশ জোর কদমে চলছে। আপনার স্বজাতীয় কতিপয় মানুষ খ্রিস্টান ধর্মের উপর আপত্তি উপস্থাপন করছে, বহু প্রশ্ন করছে ও করতে চাইছে। একইভাবে খ্রিস্টানগণও ইসলাম ধর্মের সত্যতার বহু গবেষণা চালিয়েছে। বাক্‌বিতণ্ডা মাত্রাতিরিক্ত বেড়েই চলেছে। সুতরাং এই পত্র লেখকের বুদ্ধিতে একটি উত্তম পন্থা হল, একটি সাধারণ সভা (জলসা) করা হোক যেখানে মুসলমানেরা নিজেদের কাঙ্খিত উলেমা সহ অন্যান্য ধর্মীয় পন্ডিতগণ উপস্থিত থাকবেন এবং খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে কোন আস্থাবান ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হবে। যাতে করে বর্তমানে উপস্থাপিত বিবাদের খুব মীমাংসা হয়ে যায় এবং পাপ-পুণ্য ও সত্য-মিথ্যার পারস্পরিক বিরোধগুলির নিরসন হয়। যেহেতু জান্দিয়ালার মুসলমানদের মধ্যে আপনাকেই সাহসি ব্যক্তি বলে মনে করা হয় তাই জান্দিয়ালার খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে আপনার নিকট একান্ত অনুরোধ, আপনি স্বয়ং অথবা স্বধর্মের মানুষদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে একটি

সময় নির্ধারণ করুন। আপনি আপনার পছন্দমত সম্মানীয় পন্ডিত ব্যক্তিকে আহ্বান জানাতে পারেন। আমরাও নির্ধারিত সময়ে মহফিলে আমাদের কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করব। উপরোল্লিখিত বিষয়াদির ফয়সালা এই সভা (জলসা) দ্বারা খুব প্রকাশিত হবে। আর খোদা সকলকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন। কোন প্রকার জেদ, নৈরাজ্য সৃষ্টি অথবা বিরোধীতার জন্য সভা (জলসা) করার কথা বলছি না। বরং আমরা চাই সদা সত্য, ন্যায় ও গৃহীত বাক্য সর্ব সমক্ষে উন্মোচিত হোক। পুনরায় আবেদন রইল, যদি মুসলমানরা এমন মোবাহেসায় অংশ গ্রহণ না করেন, তাহলে ভবিষ্যতে তাদের উচিত হবে তাদের অহঙ্কারপূর্ণ কথার প্রত্যাহার করা, ভিত্তিহীন ও অনর্থক যুক্তি উপস্থাপন করা থেকে বিরত থাকা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান ও আমাদের প্রচারের সময় চুপ থাকা। দয়া করে শীঘ্রই পত্রের উত্তর দেবেন। যাতে করে আপনি যদি আমাদের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন তাহলে সভা (জলসা) ও মোবাহেসা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের সঠিক ব্যবস্থাপনা করা যেতে পারে। অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি। এটি আসলের অনুলিপি।

বিনীত

জান্দিয়ালার খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের (পক্ষ হতে) মার্টিন ক্লার্ক অমৃতসর

ইংরেজীতে স্বাক্ষর

জান্দিয়ালার খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতি ১৩'ই মে ১৮৯৩ সনে মির্যা গোলাম আহ্‌মদ সাহেবের পক্ষ থেকে প্রেরিত রেজিস্ট্রিকৃত পত্রের প্রতিলিপি

বিসমিল্লাহির্ রহমানির্ রহিম

শ্রদ্ধেয় জান্দিয়ালানিবাসী খ্রিস্টান সম্প্রদায়গণ,

সর্বোপরি আপনাদের পক্ষ হতে মিঞাঁ মহম্মদ বখশ্ সাহেবের নিকট প্রেরিত পত্রের প্রথম হতে শেষ অবধি আজ আমি পাঠ করলাম। আপনাদের চিন্তাধারাকে আমি সমর্থন করি। এই পত্র পাঠ করে আমি এতটাই উৎফুল্লিত যে, এই সংক্ষিপ্ত পত্রে তা বর্ণনা সম্ভব নয়। একবারেই সত্য কথা, এই

প্রাত্যহিক বিবাদ একবারেই ভালো নয়। যদ্দারা প্রতিদিন শত্রুতা বৃদ্ধি পায়, উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তির বাতাবরণ নষ্ট হয়। এটি তো সামান্য বিষয়, সব থেকে বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, উভয় পক্ষই মারা গিয়ে ইহধাম ত্যাগ করবে। অতএব বাহাস করে সত্যকে উন্মোচিত না করলে স্বীয় আত্মা ও অন্যের উপর জুলুম করা হবে। আমি মনে করি এই বাহাস করার অধিকার আমার থেকে অধিক জান্দিয়ালার মুসলমানদের নেই। কেননা, পরম করুণাময় ও অপার অনুগ্রহশীল খোদা এই অধমকে (আমাকে) এ জন্যই প্রেরণ করেছেন। অতএব এমতাবস্থায় আমি যদি নিশ্চুপ থাকি তাহলে এটি বড়োই অন্যায় করা হবে। সেহেতু আমি আপনাদেরকে অবগত করছি, এই কর্মের জন্য আমি প্রস্তুত। একথা তো সুস্পষ্ট যে উভয় পক্ষের দাবি হল, খোদাতা'লা তাদের ধর্মের সমর্থনে বহু নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন। উভয় পক্ষই স্বীকার করেন, প্রকৃত সত্য ধর্ম সেটি যার প্রমাণাদির ভিত্তি কেচ্ছা কাহিনীর উপর নয় বরং প্রমাণাকারে বর্তমানেও তাদের মধ্যে বিদ্যমান। উদাহরণ স্বরূপ কোন গ্রন্থে যদি বলা হয় ওমুক নবী অলৌকিকভাবে ওমুক ওমুক অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করেছিলেন; তবে এই ধরনের ঘটনা বা অন্যান্য অনুরূপ ঘটনা এ যুগের মানুষের জন্য নিশ্চিত প্রমাণ বলে ধরা যায় না। বরং এটি এক প্রকার বর্ণনা অস্বীকারকারীদের দৃষ্টিতে সত্য বা মিথ্যা দুটিই হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অস্বীকারকারীরা এমন বর্ণনাকে কেবল কেচ্ছা কাহিনী বলেই মনে করবে। সেকারণে ইউরোপের দার্শনিকগণ ইঞ্জিলে বর্ণিত মসীহ'র এ ধরণের কথায় তারা কোনপ্রকারে লাভবান হতে পারে না, এ জন্য তারা অট্টহাস্য করে থাকে। সুতরাং ঘটনা যদি এই হয় তাহলে এটি একটি খুবই সহজ তর্কযুদ্ধ। সেটি এমন, মুসলমানদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি কুরআনে বর্ণিত প্রকৃত মুসলমান হওয়ার শিক্ষা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিজেকে প্রমাণ করে দেখাবেন। যদি প্রমাণ না করতে পারেন তাহলে তিনি মিথ্যুক; মুসলমান নন। তেমনই খ্রিস্টানদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি ইঞ্জিলে বর্ণিত শিক্ষা ও বৈশিষ্ট্য স্বরূপ নিজেকে প্রমাণ করবেন। যদি প্রমাণ না করতে পারেন তাহলে তিনি মিথ্যুক; খ্রিস্টান নন। যখন উভয় পক্ষের দাবি তাদের নবীগণ যে জ্যোতি এই পৃথিবীতে আনয়ন করেছিলেন তা কেবল দরকার ছিল তা নয় বরং এই জ্যোতি নিরবচ্ছিন্নভাবে চলমান। অতএব যে ধর্মের মধ্যে এই

নিরবচ্ছিন্নভাবে চলমান জ্যোতি থাকবে কেবলমাত্র সেই ধর্মকেই সত্য ও জীবন্ত বলে মনে করা হবে। কেননা, কোন ধর্মের বর্ণনানুযায়ী উক্ত ধর্ম দ্বারা প্রকৃত জীবন ও পবিত্র জ্যোতি সহ সকল আধ্যাত্মিক গুণাবলী যদি অর্জিত না হয় তাহলে এমন ধর্ম কেবল নিরর্থক গর্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি আমরা ধরেই নিই, একজন নবী যিনি নিজে তো পবিত্র ছিলেন কিন্তু আমাদের মধ্য হতে কাউকে পবিত্র করতে পারেন নি। অলৌকিকতা প্রদর্শনকারী তো ছিলেন কিন্তু কাউকে অলৌকিকতা প্রদর্শনকারী তৈরী করতে পারেন নি। তাঁর উপর ঐশী বাণী অবতীর্ণ তো হত কিন্তু নিজে কাউকে প্রত্যাদেশ অর্জনকারী তৈরী করতে পারেন নি। তাহলে এমন নবীর দরকারই বা কি? আলহাম্‌দুলিল্লাহ্‌, কিন্তু আমাদের সৈয়্যদ ও রসূল খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) এমন ছিলেন না। তিনি যে জ্যোতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা তিনি পর্যায়ক্রমে সমগ্র বিশ্বকে দান করেছিলেন। তাঁর জ্যোর্তিময় নিদর্শন দ্বারা তিনি চিহ্নিত হয়েছিলেন। তিনি সর্বকালীন আধ্যাত্মিক জ্ঞান নিচয় হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর পূর্বে কেউ সর্বকালীন আধ্যাত্মিক জ্ঞান নিচয় হিসাবে প্রেরিত হন নি। যদি তিনি (সাঃ) এসে মসীহ্‌র নবুয়্যতের সাক্ষ্য না দিতেন; তাহলে হযরত মসীহ্‌র নবী হওয়ার সমর্থনে আমাদের নিকট কোন প্রমাণ থাকত না। কেননা, তাঁর ধর্ম মৃত ও তাঁর জ্যোতি বিলুপ্ত হয়েছে। তাঁর কোন উত্তরাধিকারী নেই যাকে সামান্য হলেও নূর প্রদান করেছেন। ধরাপৃষ্ঠে এখন জীবন্ত ধর্ম কেবল ইসলাম। এই অধম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ করেছে ও পরখ করেছে যে, উভয় প্রকারের নূর কুরআন ও ইসলামে এখনও সেই বিদ্যমান যা আমাদের নবী (সাঃ) এর সময়ে (বিদ্যমান) ছিল এবং তা দেখানোর দায়িত্ব আমার। মোকাবেলা করার ক্ষমতা যদি কারোর থেকে থাকে তাহলে তিনি যেন আমার সঙ্গে পত্র মারফৎ যোগাযোগ করেন। 'ওয়াস্‌সালামু আলা মানিত্তাবাআল হুদা।' (সত্য পথের অনুসরণকারী ব্যক্তির উপর শান্তি বর্ষিত হোক- অনুবাদক)।

অবশেষে স্পষ্ট করছি, এই অধমের সঙ্গে মোকাবেলাকারী ব্যক্তি অবশ্যই বিশিষ্ট সম্মানীয় পণ্ডিত ও সম্মানীয় ইংরেজ পাদরীগণের মধ্য থেকে হতে হবে। কেননা, এই মোকাবেলা ও মোবাহেসার উদ্দেশ্য এবং

জনসাধারণকে প্রভাবান্বিত করার বিষয়টি উভয় পক্ষের স্বীয় জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিবাদ মীমাংসাকরণের জন্য খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে মনোনিত পাদরী ইমাদ উদ্দিন অথবা পাদরী ঠাকুর দাস সাহেব অথবা মিস্টার আব্দুল্লাহ্ আথম সাহেবের সঙ্গে মোকাবেলা করতে আমি রাজি আছি। তাদের নাম সংবাদপত্রে প্রকাশ করে এক কপি এই অধমের নিকটও প্রেরণ করুন। অতঃপর আমি মোকাবেলার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করব এবং এক কপি প্রতিদ্বন্দ্বির নিকট প্রেরণ করব। মনে রাখবেন এমনিতেই দীর্ঘ সময় ধরে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে বিবাদ চলে আসছে। তখন থেকে মোবাহেসা হচ্ছে এবং উভয় পক্ষ বহু পুস্তক পুস্তিকা প্রনয়ণ করেছে। ইসলামের বিশিষ্ট আলেমগণ সুস্পষ্ট ভাবে সকল বিষয় প্রমাণ করেছেন যে, কুরআনের উপর উপস্থাপিত আপত্তিগুলি পরোক্ষভাবে তওরাতের উপরও আপতিত হয়। আমাদের নবী (সাঃ) এর মর্যাদার উপর যে পরিমাণ সমালোচনার আঙ্গুল উঠেছে এটি দ্বিতীয়ার্থে সকল নবীগণের সম্মান ও মর্যাদার উপর সমালোচনার অঙ্গুলি ওঠানোর সমান। আর হযরত মসীহ্ও এর ব্যতিক্রম নন। বরং এমন সমালোচনার কারণে খোদাতা'লা নিজেও অভিযোগের আওতায় এসে পড়েন। সুতরাং জীবিত ও মৃত ধর্মের অনুসন্ধানের জন্যই এই বাহাস করা হবে এবং দেখা হবে, আধ্যাত্মিক গুণাবলীর দাবি যে ধর্ম ও গ্রন্থ করছে সেগুলি এখনও তার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে কী নেই। লাহোর অথবা অমৃতসরে বাহাসের স্থান নির্ধারণ করা ও উভয় পক্ষের উলেমাগণের মাঝে এই বাহাস অনুষ্ঠিত হওয়া যথোপযুক্ত হবে।

বিনীত
মির্যা গোলাম আহ্মদ
কাদিয়ান, জেলা- গুরদাসপুর

অমৃতসর মেডিক্যাল মিশন,১৮'ই এপ্রিল ১৮৯৩ খ্রিঃ

জনাব মির্যা গোলাম আহ্মদ সাহেব, কাদিয়ান

সালাম, আপনার পত্র পেয়েছি। পত্র পাঠের পর চিত্ত হর্ষোৎফুল্ল হয়েছে। বিশেষতঃ জান্দিয়ালার মুসলমানেরা আপনার মত যোগ্য ব্যক্তিকে পাওয়ার জন্য। কিন্তু আমাদের আপত্তির লক্ষ্যস্থল আপনি নন, বরং জান্দিয়ালার মুসলমানদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আপনার আমন্ত্রণে সাড়া দিতে আমরা অপারগ। আমরা তাদের নিকট পত্র প্রেরণ করেছি আর উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছি। তারা যদি আপনার সাহায্য নিতে প্রস্তুত থাকে তাহলে আপনার করণীয় হল আপনি তাদের নিকট পত্র লিখুন। আপনার সদয় অভিপ্রায় তাদের নিকট প্রকাশ করুন। তারা যদি সম্মতি সূচক আপনাকে এই পবিত্র যুদ্ধের জন্য উপস্থাপন করে আমাদের কোন আপত্তি নেই। বরং অত্যন্ত খুশির বিষয়। কেননা, আপনি একজন উজ্জ্বল চরিত্রের, স্বচ্ছ বিবেকবান ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সেহেতু আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এই বিশেষ বাহাসের জন্য আপনাকে গ্রহণ করা বা না করা আমাদের আয়ত্ত্বাধীন নয়; জান্দিয়ালার মুসলমানদের আয়ত্ত্বাধীন। অতএব আপনি তাদের সঙ্গে মধ্যস্থতা করে নিন। অতঃপর আমরা তো উপস্থিত রয়েছি। আপনার আর তাদের মধ্যে সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছি। অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

বিসমিল্লাহির্ রহমানির্ রহিম

প্রিয় সহৃদয় পাদরী সাহেব,

অত্যন্ত আনন্দঘন মুহূর্ত, আপনাদের পত্রে উল্লেখিত পবিত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আমি আমার কতিপয় বন্ধুবর্গকে দূত হিসাবে আপনার নিকট প্রেরণ করছি। আমি আশা করি এই পবিত্র যুদ্ধে মোকাবেলার জন্য আপনি আমাকে সম্মতি প্রদান করবেন। জান্দিয়ালার মুসলমানদের নিকট প্রেরিত পত্র যখন প্রথমবার আমি হাতে পাই এবং 'আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কোন ব্যক্তি কী আছেন?' এই লাইনটি পড়া মাত্রই আমার অন্তরাত্মা বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, আমিই সেই ব্যক্তি যার হাতে খোদাতা'লা মুসলমানদের বিজয় দান করবেন ও সত্যতা প্রকাশ করবেন'। সেই সত্য যা আমি পেয়েছি এবং (খোদা) এই সূর্যকে আমার মধ্যে উদয়নের পর তা আর

গোপন রাখবেন না। আমি দেখতে পাচ্ছি সেই সূর্য এখন প্রখর কিরণের সাথে প্রকট হবে, হৃদয়ের মধ্যে সে স্বীয় হস্ত নিক্ষেপ করে নিজের দিকে টেনে আনবে। তার নিজেকে প্রকাশের জন্য কোন অনুকূল পরিস্থিতির প্রয়োজন ছিল। সুতরাং আপনাদের পক্ষ থেকে মোকাবেলার জন্য মুসলমানদের আহ্বান যথেষ্ঠ কল্যাণময় ও শুভময় মুহূর্ত। আমি মনে করি না আপনারা জেদ করবেন যে, জান্দিয়ালার মুসলমানদের নিয়ে আমাদের কাজ; অন্যের সঙ্গে নয়। আপনারা ভালোভাবেই জানেন, জান্দিয়ালার মুসলমানদের মধ্যে খ্যাতি সম্পন্ন ফাযিল (পণ্ডিত) ব্যক্তি নেই এবং সাধারণ লোকেদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আপনাদের মর্যাদার পরিপন্থি হবে। আর আমার অবস্থা সম্পর্কে আপনি সম্যক অবগত। আপনাদের সঙ্গে মোকাবেলার জন্য প্রায় দশ বছর ধরে তৃষ্ণা নিবারণের নিমিত্তে কয়েক হাজার উর্দু ও ইংরেজীতে পত্র আপনার মতো সম্মানীয় পাদরীগণের নিকট প্রেরণ করেছি; কিন্তু উত্তর না পেয়ে আমি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। যাইহোক, নমুনাস্বরূপ কতিপয় পত্র আপনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করছি। আপনি যাতে বুঝতে পারেন যে, আমিই প্রথম ব্যক্তি যে আপনার মনোযোগের দাবিদার। এতদ্সত্ত্বেও আমি যদি মিথ্যুক হয়ে থাকি তাহলে সর্বপ্রকার শাস্তি মাথা পেতে নিতে রাজি। দশ বছর ধরে আমি ময়দানে দাঁড়িয়ে রয়েছি। যুদ্ধের ময়দানে সিপাহীর ন্যায় দাঁড়াতে সক্ষম বলে গণ্য একজনও মানুষ জান্দিয়ালায় আছে বলে আমার জানা নেই। তাই স্বসম্মানে আবেদন করছি, যদি চান প্রাত্যহিক বিবাদ নিষ্পত্তি হোক এবং যে ধর্মের সঙ্গে খোদা বিদ্যমান ও সত্য খোদার উপর ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তিবর্গদের মধ্যে পার্থক্যকারী জ্যোতির বহিঃপ্রকাশ হোক, তাহলে এই অধমের সঙ্গে মোকাবেলা করুন। আপনাদের একটি বড় দাবি যে, বস্তুতঃপক্ষে হযরত মসীহ্ (আঃ) খোদা ছিলেন এবং তিনিই ছিলেন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। আর আমাদের বিশ্বাস তিনি অবশ্যই সত্য নবী ও রসূল ছিলেন, খোদার প্রিয়ভাজন ছিলেন; কিন্তু খোদা ছিলেন না। এ বিষয়ে যথার্থ মীমাংসার জন্য মোকাবেলা হবে। স্বয়ং খোদাতা'লা আমাকে অবগত করেছেন যে, কুরআন করীম আনিত শিক্ষাই সত্য পথ প্রদর্শক। সেই পবিত্র একত্ববাদকে সকল নবী তাঁদের উম্মতের মাঝে প্রচার করেছেন। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে ও খোদার

আসনে মানুষকে বসিয়ে দেয়। যাইহোক, এই বিষয়ে বাহাস হবে। আমি মনে করি খোদাতা'লার আত্মাভিমান প্রদর্শনের সময় উপস্থিত হয়েছে। সেই সঙ্গে আমি আশাবাদি যে, এই মোকাবেলা হতে বিশ্ববাসীর জন্য সুফলদায়ক ফলাফল প্রকাশ পাবে। এখন বিশ্বব্যাপি অথবা বিশাল সংখ্যক মানুষের সদা সত্য, চিরঞ্জীব ও মহানুভব খোদার সমর্থিত ধর্মকে গ্রহণ করা আশ্চর্যকর বলে প্রতিভাত হবে না। কেবল পার্থিব্য জগতের মধ্যে এই বাহাসকে সীমাবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত হবে না। উর্দ্ধলোকও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হোক। আধ্যাত্মিক জীবন, ঐশী গ্রহণীয়তা ও উন্নত বিবেকবান চরিত্র কোন ধর্মের সঙ্গে বিদ্যমান এই বিষয়ে মোকাবেলা হওয়া দরকার। আমি ও আমার প্রতিপক্ষ যেন স্ব স্ব গ্রন্থের প্রভাব নিজ নিজ সত্তায় প্রমাণ করি। হ্যাঁ, আপনারা যদি যৌক্তিক ভাবে উভয় বিশ্বাসের খণ্ডন করতে চান তাও উত্তম। কিন্তু এর পূর্বে আধ্যাত্মিক ও ঐশী পরীক্ষা অবশ্যই প্রয়োজন।'ওয়াস্‌সালামু আলা মানিত্তাবাআল হুদা।' (সত্য পথের অনুসরণকারী ব্যক্তির উপর শান্তি বর্ষিত হোক-অনুবাদক)।

বিনীত
মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
কাদিয়ান, জেলা- গুরদাসপুর
২৩'শে এপ্রিল, ১৮৯৩ খ্রিঃ

ড. ক্লার্কের পত্রের অনুবাদ ২৪'শে এপ্রিল ১৮৯৩ খ্রি: অমৃতসর

শ্রদ্ধেয় মির্যা গোলাম আহ্‌মদ সাহেব কাদিয়ানের সম্মানিত রইস,

মহাশয়, মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব কতিপয় সম্মানীয় প্রতিনিধি সহযোগে আমার নিকট আসেন ও আপনার লিখিত পত্র আমাকে দেন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে মহাশয় আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমি সানন্দে তা গ্রহণ করলাম। আপনার প্রতিনিধিগণ আপনার পক্ষ থেকে মোবাহেসা ও আবশ্যকীয় শর্তাবলীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং আমি দৃঢ় প্রত্যাশি যে, এই ব্যবস্থাপনা ও শর্তাবলীকে আপনিও মান্যতা প্রদান করবেন। তাই আপনি এই সকল শর্তাবলী গ্রহণ করছেন কী না সে সম্পর্কে দয়া করে আমাকে অবগত করবেন।

আপনার অনুগত

এইচ্ মার্টিন ক্লার্ক, এম ডি সি এম (এডিনবরা),

এম.আর.এ.এস.সি.এম.এস

মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে মোবাহেসার প্রস্তাবিত শর্তাবলী

(ইংরেজী হতে অনুদিত)

(১) মোবাহেসা অমৃতসরে অনুষ্ঠিত হবে। (২) প্রত্যেক পক্ষ থেকে কেবল পঞ্চাশ জন ব্যক্তি উপস্থিত থাকবে। মির্যা গোলাম আহ্‌মদ সাহেব প্রথম পঞ্চাশটি টিকিট খ্রিস্টানদের দেবেন আর দ্বিতীয় পঞ্চাশটি টিকিট ড. মার্টিন ক্লার্ক মির্যা গোলাম আহ্‌মদ সাহেবকে দেবেন মুসলমানদের দেওয়ার জন্য। খ্রিস্টানদের টিকিট মুসলমানরা সংগ্রহ করবে আর মুসলমানদের টিকিট খ্রিস্টানরা সংগ্রহ করবে। (৩) মুসলমানদের পক্ষ থেকে মির্যা গোলাম আহ্‌মদ সাহেব এবং খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে ডেপুটি আব্দুল্লাহ্ আথম খান সাহেব মোকাবেলার জন্য উপস্থিত হবেন। (৪) উক্ত নির্ধারিত ব্যক্তিদ্বয় ছাড়া অপর কোন ব্যক্তির কিছু বলার অনুমতি দেওয়া হবে না। হ্যাঁ, উক্ত ব্যক্তিদ্বয় সাহায্যকারী হিসাবে তিন জন মানুষকে নিজেদের কাছে রাখতে পারবেন। কিন্তু তাদের বলার কোন অধিকার থাকবে না। (৫) প্রকাশনার উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষ সংক্ষেপে লিখিতাকারে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। (৬) উভয় পক্ষের বক্তা এক ঘন্টার অধিক বলতে পারবেন না। (৭) পরিচালনা

সংক্রান্ত বিষয়ে সভার সভাপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। (৮) উভয় পক্ষ থেকে একজন করে অর্থাৎ মোট দু'জন এই সভার সভাপতি নিযুক্ত হবেন যা সেই সময়ে নির্দিষ্ট করা হবে। (৯) মোবাহেসার (বিতর্ক সভার) স্থান নির্ধারণ করবেন ড. হেনরী মার্টিন ক্লার্ক। (১০) সকাল ৬টা থেকে সকাল ১১টা পর্যন্ত মোবাহেসা অনুষ্ঠিত হবে। (১১) মোট দু'টি পর্বে মোবাহেসা (বিতর্ক সভা) অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম পর্বের অধিবেশন ছয় দিন ধরে চলবে অর্থাৎ ২২'মে সোমবার হতে ২৭'শে মে পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে মির্যা সাহেব ড. মার্টিন ক্লার্ক সাহেবের নিকট ৪'ঠা এপ্রিল ১৮৯৩ সনে প্রেরিত পত্রানুযায়ি 'সকল ধর্মের সত্যতা জীবন্ত নিদর্শনের মাধ্যমে প্রমাণ করা উচিত' নিজের এই দাবি পেশ করতে পারবেন। (১২) অতঃপর দ্বিতীয় প্রশ্ন উপস্থাপন করা যাবে। প্রথমে মসীহ্‌র ঈশ্বরত্বের উপর। অতঃপর মির্যা সাহেব নিজের ইচ্ছানুযায়ী প্রশ্ন করতে পারবেন। কিন্তু এই ছয় দিনের মধ্যে। (১৩) দ্বিতীয় পর্বের অধিবেশনও ছয় দিনের হবে অর্থাৎ ২৯'শে মে থেকে ৩'রা জুন পর্যন্ত (যদি প্রয়োজন পড়ে) মিস্টার আব্দুল্লাহ্ আথম খান সাহেব নিম্নোলিখিত সূচী অনুযায়ি প্রশ্ন উপস্থাপন করতে পারবেন।

(I) নিঃশর্ত ক্ষমা (II) জুলুম ও ঐশী নিয়তি (III) বলপ্রয়োগে ঈমান আনয়ন (IV) কুরআন যে আল্লাহ্‌র বাণী তার প্রমাণ (V) মুহাম্মদ সাহেব (সা.) রসূলুল্লাহ্ হওয়ার প্রমাণ। এছাড়াও অতিরিক্ত প্রশ্ন তিনি করতে পারবেন কিন্তু শর্ত হল ছয় দিনের মধ্যে; এর অধিক যেন না হয়।

(১৪) ১৫'ই মে'র মধ্যে টিকিট ছাপিয়ে ফেলতে হবে। উক্ত টিকিট নিম্নোলিখিত নমুনা অনুযায়ী হবে।

(১৫) খ্রিস্টান সম্প্রদায় ও ডেপুটি আব্দুল্লাহ্ আথম খান সাহেবের পক্ষ থেকে এই সকল শর্তাবলীকে সঠিক ও আবশ্যিক অনুসরণ যোগ্য বলে মান্য করা হয়েছে।

" সাক্ষ্য স্বরূপ আমি (নিম্নে স্বাক্ষরকারী) মিস্টার আব্দুল্লাহ্ আথম খান সাহেবের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করছি যে, উপরোল্লিখিত শর্তাবলীর মধ্য হতে একটি শর্ত ভঙ্গ করলে উক্ত শর্ত ভঙ্গকারীর পক্ষ হতে একটি অঙ্গিকার ভঙ্গ করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।"

(১৬) বক্তৃতা পত্রের বৈধতা প্রমাণের জন্য উক্ত বক্তৃতা পত্রে সভাপতি দ্বয়

ও বক্তা নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করবেন।

স্বাক্ষর
হেনরী ক্লার্ক এম.ডি প্রভৃতি
অমৃতসর, ২৪'শে এপ্রিল ১৮৯৩ খ্রিঃ

নমুনা টিকিট

ডেপুটি আব্দুল্লাহ্(আথম) খান সাহেব অমৃতসরী ও মির্যা গোলাম আহ্মদ সাহেব কাদিয়ানীর মধ্যে মোবাহেসা। খ্রিস্টানদের প্রবেশের অনুমতি পত্র।
জনাব.....নম্বর.....
স্বাক্ষর মির্যা সাহেব

নমুনা টিকিট

ডেপুটি আব্দুল্লাহ্(আথম) খান সাহেব অমৃতসরী ও মির্যা গোলাম আহ্মদ সাহেব কাদিয়ানীর মধ্যে মোবাহেসা। মুসলমানদের প্রবেশের অনুমতি পত্র।
জনাব.....নম্বর.....
স্বাক্ষর ড. ক্লার্ক সাহেব অমৃতসর,
২৪-০৪-১৮৯৩ খ্রিঃ

পাদরী সাহেবের ২৪'শে এপ্রিলের পত্রের উত্তর ২৫'শে এপ্রিল রেজিস্টার ডাকযোগে প্রেরিত হয়েছে

বিস্‌মিল্লাহির্ রহমানির্ রহিম

প্রিয় সহৃদয় পাদরী সাহেব,

আপনার পত্র প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত শ্রবণের পর আমি আপনার ও আমার বন্ধুদের স্বাক্ষরিত সমস্ত শর্তে সম্মতি প্রদান করলাম। যাইহোক এই মোবাহেসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য কি হবে তা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা দরকার। এটি কি সেই সকল মোবাহেসার ন্যায় সাধারণ মোবাহেসা হবে যা খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে পাঞ্জাব সহ অখণ্ড ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় দীর্ঘ দিন ধরে অব্যাহত রয়েছে। যার ফলস্বরূপ মুসলমানেরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, সকল বিষয়ে আমরা খ্রিস্টানদের পরাস্ত করেছি আর খ্রিস্টানরা স্বীয় এলাকায় বলে বেড়ায়, মুসলমানেরা নিরুত্তর হয়ে গেছে। যদি তাই হয় তাহলে এমন মোবাহেসা সম্পূর্ণ নিরর্থক ও নিষ্ফল। তবে হ্যাঁ, পরিশেষে একটি ফলাফল অবশ্যই পরিলক্ষিত হবে আর তা হল, কয়েক দিনের এই বাহাসকে ঘিরে কোলাহল ও উত্তেজনা ছাড়া আর কিছুই হবে না। অতঃপর উভয় পক্ষ জয়কে নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য নিত্য নতুন কথা সংযোজনের সুযোগ পাবেন। কিন্তু আমার ইচ্ছা হল, সত্য প্রকাশিত হোক এবং বিশ্ববাসী সত্যকে চাক্ষুষ করুক। বাস্তবেই হযরত ঈসা (আঃ) যদি খোদা, বিশ্ব জগতের প্রতিপালক এবং আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা হয়ে থাকেন তাহলে অস্বীকারের কারণে আমরা কাফের হব; বরং সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাফের হব। এমতাবস্থায় নিঃসন্দেহে ইসলাম হবে একটি মিথ্যা ধর্ম। কিন্তু মসীহ্ (আঃ) যদি কেবল একজন বান্দা, খোদার রসূল ও সৃষ্টিকূলের সকল দুর্বলতার অধিকারী হন তাহলে খ্রিস্টান মহাশয়গণের গুরুতর অন্যায় ও বড়ো কুফরী হল, তারা এক দুর্বল বান্দাকে খোদা বানিয়ে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় ঐশী বাণী হিসাবে কুরআনের সবথেকে বড়ো ও উত্তম প্রমাণ আর কিছুই নেই যে, কুরআন ধ্বংস প্রায় একত্মবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। যে সংশোধন এক সত্য গ্রন্থের করা উচিত ছিল সে তা করে দেখিয়েছে। আর এমন সময়ে এসেছে যখন এটার বেশি প্রয়োজন ছিল। যদিও বিষয় বস্তু খুবই স্পষ্ট যে, খোদা কি জিনিস? আর তাঁর গুণাবলী

কেমন হওয়া প্রয়োজন? কিন্তু খ্রিস্টান মহাশয়গণ যেহেতু এই বিষয়টি বুঝতে ব্যর্থ এবং ভারতবর্ষে এমন শাস্ত্রীয় যৌক্তিক বাহাস খুব একটা লাভ দায়ক হয়নি। অতএব এখন বাহাসের ধরন বদলানো প্রয়োজন। আমার মতে, মোবাহেলার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার চেয়ে ভাল পদ্ধতি আর হতে পারে না। আমার বন্ধুবর্গের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রথম ছয় দিন মোবাহেসা হোক। অতঃপর উভয় পক্ষ সপ্তম দিনে মোবাহেলার জন্য দোওয়া করবেন। উদাহরণ স্বরূপ খ্রিস্টান ভদ্র মহোদয়গণ দোওয়া করবেন যে, আমাদের ঈমানানুযায়ি ঈসা মসীহ্ নাসরীই হলেন খোদা এবং কুরআন মনুষ্য নির্মিত প্রবঞ্চনা; ঐশী গ্রন্থ নয়। এই বক্তব্যে আমি যদি মিথ্যা হয়ে থাকি তাহলে এক বছরের মধ্যে এমন কোন আযাব নিপতিত হোক যদ্দারা আমি লাঞ্ছিত হই। অন্যদিকে এই অধম অর্থাৎ আমি দোওয়া করব, হে পরিপূর্ণ ও সম্মানীয় খোদা! আমি জানি ঈসা মসীহ্ নাসরী তোমার বান্দা ও রসূল মাত্র; খোদা নন। কুরআন করীম তোমার পবিত্র গ্রন্থ এবং মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) তোমার সম্মানীয় ও প্রিয় রসূল। এই বক্তব্যে আমি যদি মিথ্যা হয়ে থাকি তাহলে এক বছরের মধ্যে এমন কোন আযাব নিপতিত হোক যদ্দারা আমি লাঞ্ছিত হই। হে খোদা! সকল প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় আমার সমর্থনে তোমার পক্ষ থেকে এমন কোন নিদর্শন প্রকাশিত না হওয়াটাই আমার জন্য একমাত্র লাঞ্ছনার কারণ বলে বিবেচিত হবে। উভয় পক্ষের স্বাক্ষর সহ এই লেখনী কতিপয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে, এক বছরের মধ্যে যে ব্যক্তি ঐশী আযাবে নিপতিত বলে প্রমাণিত হবে অথবা যে পক্ষের সমর্থনে ঐশী নিদর্শন প্রকাশিত হবে ও দ্বিতীয় পক্ষের সমর্থনে প্রকাশিত ও প্রমাণিত না হয়, এমতাবস্থায় পরাজিত দল হয় বিজয়ী দলের ধর্ম গ্রহণ করবেন অথবা যে ধর্মের সত্যতা প্রমাণিত হবে সেই ধর্মের সাহায্যার্থে স্বীয় সম্পত্তির অর্ধাংশ প্রদান করবেন।

বিনীত
মির্যা গোলাম আহ্মদ
কাদিয়ান, জেলা- গুরদাসপুর